সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **যত্র**—সেই সময় (যখন); **উদ্যতঃ**—অনুষ্ঠানে তৎপর; **ক্ষিতিতল**—পৃথিবী; **উদ্ধরণায়**—উদ্ধারের জন্য; **বিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **ক্রৌড়ীম্**—লীলা; **তনুম্**—রূপ; **সকল**—সমগ্র; **যজ্ঞময়ীম্**—সমস্ত যজ্ঞ যুক্ত; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **অন্তর**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে; **মহা-অর্ণবে**—বিশাল গর্ভসমুদ্রে; **উপাগতম্**—উপস্থিত হয়ে; **আদি**—প্রথম; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **তম্**—তাকে; **দংষ্ট্রয়া**—দন্ত দ্বারা; **অদ্রিম্**—মৈনাক পর্বতকে; **ইব**—মতো; **বজ্রধরঃ**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান গর্ভ-সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলাচ্ছলে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আদি দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির শুরু থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলিতে সব সময় অসুর এবং দেবতা বা বৈষ্ণব, এই দুই শ্রেণীর জীব দেখা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম দেবতা এবং হিরণ্যাক্ষ হচ্ছে প্রথম অসুর। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায়ই কেবল সমস্ত গ্রহগুলি ভারহীন গোলকের মতো মহাশূন্যে ভাসে এবং যখনই সেই পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা হয় তখন

গ্রহগুলি গর্ভোদক্-সমুদ্রে পতিত হতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ গর্ভোদক-সমুদ্রে পূর্ণ এবং বাকী অর্ধাংশ একটি গম্বুজের মতো যেখানে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থিত। মহাশূন্যে গ্রহগুলির ভারহীন অবস্থায় ভাসার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর। আধুনিক যুগের অসুরেরা যে পৃথিবীর বক্ষে ছিদ্র করে তৈল আহরণ করছে, তার ফলে পৃথিবীর ভাসমান অবস্থায় এক বিরাট ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পুরাকালে (স্বর্ণলোভী) হিরণ্যাক্ষ প্রমুখ দৈত্যরা এই প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে পৃথিবী তার সাম্যভার হারিয়ে গর্ভোদক-সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। তখন সমগ্র সৃষ্টির পালন কর্তা, পরমেশ্বর ভগবান এক বিশাল বরাহরূপ ধারণ করে গর্ভোদক্ সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই কাহিনী বর্ণনা করে মহান বৈষ্ণব কবি শ্রী জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত শূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

"হে কেশব! হে বরাহরূপধারী পরমেশ্বর ভগবান! আপনি পৃথিবীকে আপনার দশন-শিখরে ধারণ করেছিলেন, এবং তখন তাকে কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রের মতো মনে হয়েছিল।"

এমনই হচ্ছে ভগবানের অবতারের লক্ষণ। ভগবানের অবতার কোন মানুষের মনগড়া কল্পনা নয়। যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভগবান অবতরণ করেন তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে, এবং ভগবানের অবতার এমন কার্য সম্পাদন করেন যা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের কল্পনারও অতীত। আজকাল যারা সস্তা অবতার সৃষ্টি করে, তাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ভগবানের প্রকৃত অবতার এমনই এক বিরাট শূকরের রূপ পরিগ্রহ করেন যে, তাঁর দন্তের দ্বারা তিনি পৃথিবীকে বহন করতে পারেন।

ভগবান যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য ভগবানের সেই কার্যে বাধা দানের চেষ্টা করে, এবং তখন ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করে সংহার করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ভগবানের হস্তের দ্বারা নিহত হয়েছিল। তাই তাঁর মতে, হস্তের দ্বারা নিহত করার পর ভগবান সেই দৈত্যকে তাঁর দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই মতবাদ সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুয়মান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।

লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ ॥ ২ ॥

জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **রুচেঃ**—রুচি নামক প্রজাপতির পত্নীর; **অজনয়ৎ**—জন্ম হয়েছিল; **সুয়মান্**— সুয়ম প্রমুখ; **সুযজ্ঞঃ**—সুযজ্ঞ; **আকূতি-সূনুঃ**—আকূতির পুত্রের; **অমরান্**—দেবতাগণ; **অথ**—এইভাবে; **দক্ষিণায়াম্**—দক্ষিণা নামক পত্নীকে; **লোক**—লোক; **ত্রয়স্য**—তিন; **মহতীম্**—অত্যন্ত বিশাল; **অহরৎ**—লাঘব করেছিলেন; **যৎ**—এই সমস্ত; **আর্তিম্**—ক্লেশ; **স্বায়ম্ভুবেন**—স্বায়ম্ভূ নামক মনু কর্তৃক; **মনুনা**—মানব জাতির পিতা; **হরিঃ**—হরি; **ইতি**—এইভাবে; **অনূক্তঃ**—নামকরণ হয়েছিল।

অনুবাদ

সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সুযজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন। সুযম ইন্দ্রদেবরূপে ত্রিলোকের (ঊর্ধ্ব, অধো এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখভার হরণ করেছিলেন বলে মানব জাতির পিতা স্বায়ম্ভূব মনু তাঁকে হরি নামে অভিহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, খামখেয়ালী মানুষদের মনগড়া ভগবানের অবতার সৃষ্টি করার অবৈধ কার্যকলাপ নিরস্ত করার জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রে ভগবানের প্রকৃত অবতারের পিতার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শাস্ত্রে যদি পিতার নাম, এমনকি যে গ্রামে তিনি আবির্ভূত হবেন সেই গ্রামের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করা হয় তা হলে তাকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। ভাগবত-পুরাণে কল্কি অবতারের পিতার নাম এবং যে গ্রামে তিনি আবির্ভূত হবেন সেই গ্রামের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তাঁর আবির্ভাব হবে আজ থেকে চার লক্ষ বছরেরও পরে। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা কখনো প্রামাণিক শাস্ত্রের উল্লেখ ব্যতীত কোন সস্তা অবতারকে স্বীকার করেন না।

শ্লোক ৩

জজ্ঞে চ কর্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং
স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাত্মগতিং স্বমাত্রে।
উচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্ক—
মস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥

জজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চ**—ও; **কর্দম**—কর্দম নামক প্রজাপতি; **গৃহে**—গৃহে; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **দেবহূত্যাম্**—দেবহূতির গর্ভে; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রী সমূহের দ্বারা;

সমম্—সঙ্গে ; **নবভিঃ**—নয় ; **আত্ম-গতিম্**—অধ্যাত্ম উপলব্ধি ; **স্বমাত্রে**—তাঁর মাতাকে ; **উচে**—বলেছিলেন ; **যয়া**—যার দ্বারা ; **আত্মশমলম্**—আত্মার আবরণ ; **গুণ সঙ্গ**—প্রকৃতির গুণসহ ; **পঙ্কম্**—পাঁক ; **অস্মিন্**—এই জীবনে ; **বিধূয়**—বিধৌত হয়ে ; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলদেবের ; **গতিম্**—মুক্তি ; **প্রপেদে**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান তারপর কপিলদেব রূপে প্রজাপতি কর্দম এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির পুত্ররূপে নয়জন রমণীসহ (ভগ্নী) অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি এই জন্মেই প্রকৃতির গুণরূপ পঙ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে কপিলদেবের প্রদর্শিত পন্থায় মুক্তিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (অধ্যায় ২৫-৩২) পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং যিনি এই উপদেশ অনুসরণ করেন তিনি দেবহূতির মতো মুক্তিলাভ করেন। ভগবান অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুনিয়েছিলেন এবং তার ফলে অর্জুন আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং আজও কেউ যদি অর্জুনের পথের অনুসরণ করেন তাহলে তিনিও অর্জুনেরই গতি লাভ করতে পারবেন। এইটি হচ্ছে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মূর্খ, বুদ্ধিহীন মানুষেরা তাদের কল্পনা মতো মনগড়া অর্থ তৈরি করে তাদের অনুগামীদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে এবং তার ফলে তারা সংসারের অন্ধকূপেই পড়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা কপিলদেবের উপদেশ পালন করেন তা হলে তিনি পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন। এমনকি আজও এটি সম্ভব।

পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভের বিষয়ে *আত্মগতিম্* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল জীব এবং ঈশ্বরের গুণগত সাম্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকুই জানার চেষ্টা করা উচিত। ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা কখনোই সম্ভব নয়। শিব অথবা ব্রহ্মা আদি মহান মুক্ত পুরুষদেরও পক্ষে তা সম্ভব নয়, সুতরাং অন্য দেবতা অথবা এই পৃথিবীর মানুষদের কি কথা! তথাপি, মহান ভক্ত এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে ভগবান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ভগবানের অবতার, কপিলদেব তাঁর মাতাকে ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে দেবহূতি দেবী ভগবানের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে কপিলদেব বিরাজ করেন। ভগবানের প্রত্যেক অবতারের পরব্যোমে নিজস্ব ধাম রয়েছে। তাই কপিলদেবেরও পৃথক বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। চিজ্জগত শূন্য নয়। সেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠে ভগবান

তাঁর অসংখ্য বিস্তারের দ্বারা বিরাজমান, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাও সেখানে ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের মতো জীবনযাপন করেন।

ভগবান যখন স্বয়ং অথবা তাঁর স্বাংশরূপে অবতরণ করেন, তখন সেই অবতারদের বলা হয় অংশ, কলা, গুণাবতার, যুগাবতার এবং মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি, এবং ভগবানের পার্ষদেরা যখন ভগবানের আদেশে অবতরণ করেন তখন তাঁদের বলা হয় শক্ত্যাবেশাবতার। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্ত অবতারদের আবির্ভাবের উল্লেখ প্রামাণিক শাস্ত্রে অকাট্য বিবরণাদির মাধ্যমেই সমর্থিত হয়ে থাকে, তা কোনও স্বার্থবাদী অপপ্রচারকের কল্পনার দ্বারা হয় না। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার অবতারদের সকলেই সর্বদা ঘোষণা করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম সত্য। পরম তত্ত্বের প্রচলিত জড়জাগতিক ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে পরমেশ্বরের রূপটিকে নস্যাৎ করে দেবারই নিতান্ত একটা পন্থা হল পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণা।

জীব তার স্বরূপে গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন। তবে জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে ভগবান সর্বদাই জড়া-প্রাকৃতিক কলুষ থেকে মুক্ত, শুদ্ধ এবং পরম, কিন্তু জীবের মধ্যে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের এই কলুষ থেকে জীব পূর্ণরূপে বিধৌত হতে পারে জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির দ্বারা। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি; তাই যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি কেবল পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই লাভ করেন না, অধিকন্তু তিনি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং এইভাবে পূর্ণমুক্তির স্তর লাভ করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

জীব বদ্ধ অবস্থাতেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অংশস্বরূপ রাম এবং নৃসিংহ আদি অবতারের দিব্য প্রেমভক্তিতে সরাসরি নিয়োজিত হতে পারেন। এইভাবে এমনই দিব্য ভক্তির দ্বারা ভক্ত ক্রমশঃ *ব্রহ্মগতিম্* বা *আত্ম-গতিম্* এর সমানুপাতিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অবশেষে *কপিলস্যগতিম্*, অর্থাৎ ভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তির মধ্যে কলুষ-মুক্তির শক্তি এতই প্রবল যে, তা ভক্তের ইহকালের ভবরোগের সংক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। পূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য ভক্তকে আর পরকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

শ্লোক ৪

অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥

অত্রেঃ—ঋষি অত্রির ; **অপত্যম্**—সন্তান ; **অভিকাঙ্ক্ষত**—আকাঙ্ক্ষা করে ; **আহ**—বলেছিলেন ; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে ; **দত্তঃ**—প্রদান করেছিলেন ; **ময়া**—আমার দ্বারা ; **অহম্**—আমি ; **ইতি**—এইভাবে ; **যৎ**—যেহেতু ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান ; **সঃ**—তিনি ; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয় ; **যৎ-পাদ**—যাঁর চরণ ; **পঙ্কজ**—পদ্ম ; **পরাগ**—রেণু ; **পবিত্র**—বিশুদ্ধ ; **দেহা**—দেহ ; **যোগ**—যৌগিক ; **ঋদ্ধিম্**—ঐশ্বর্য ; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন ; **উভয়ীম্**—উভয় জগতের ; **যদু**—যদু বংশের পিতা ; **হৈহয়াদ্যাঃ**—রাজা হৈহয় আদি।

অনুবাদ

অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।" তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যদু, হৈহয় আদি নৃপতিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জীব এবং ভগবানের চিন্ময় সম্পর্ক পাঁচটি রসের মাধ্যমে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সেই রসগুলি হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। অত্রি ঋষি ভগবানের সঙ্গে বাৎসল্য রসে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর ভক্তির শুদ্ধ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর পুত্ররূপে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই প্রকার বাৎসল্য ভাবের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই তাঁর অসংখ্য পিতামাতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা, কিন্তু ভক্তের প্রেমের বশবর্তী হয়ে ভগবান পিতা হওয়ার পরিবর্তে তাঁর ভক্তের পুত্র হওয়ার মাধ্যমে অধিক আনন্দ লাভ করেন। বস্তুত পিতা পুত্রের সেবা করেন আর পুত্র পিতার কাছে সবরকম সেবা দাবী করে ; তাই সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক শুদ্ধ ভক্তও ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করেন, পিতারূপে নয়। ভগবানও ভক্তের এই প্রকার সেবা স্বীকার করেন, এবং তার ফলে ভক্ত ভগবান থেকে বড় হয়ে যান। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভক্তেরা সবচাইতে বড় অদ্বৈতবাদীদেরও বাসনা অতিক্রম করে ভগবানের থেকেও বড় হয়ে যান। ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁর পিতা-মাতা আদি আত্মীয়-স্বজনেরা আপনা থেকেই সবরকম যৌগিক ঐশ্বর্য লাভ করেন। সর্বপ্রকার জড় সুখ, মুক্তি এবং

যোগসিদ্ধি এই ঐশ্বর্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই ভগবদ্ভক্ত তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে পৃথকভাবে সেগুলির অন্বেষণ করেন না। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জীবনের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তখন অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত প্রাপ্তি লাভের পরেও সর্বদা ভগবদ্ভক্তের চরণে যাতে অপরাধ না হয়ে যায় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হৈহয়, যিনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত সিদ্ধি লাভ করা সত্ত্বেও একজন ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করার ফলে পরশুরাম কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। ভগবান মহর্ষি অত্রির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হন।

শ্লোক ৫

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসম্প্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥ ৫ ॥

তপ্তম্—তপস্যা করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিবিধ-লোক**—বিভিন্ন লোক; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার বাসনা করে; **মে**—আমার; **আদৌ**—প্রথমে; **সনাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **স্ব-তপসঃ**—আমার তপস্যার দ্বারা; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **চতুঃসনঃ**—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন এবং সনাতন নামক চার কুমার; **অভূৎ**—আবির্ভূত হন; **প্রাক্**—পূর্বে; **কল্প**—সৃষ্টি; **সম্প্লব**—প্লাবনে; **বিনষ্টম্**—ধ্বংস; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আত্ম**—আত্মা; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **জগাদ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **যৎ**—যা; **অচক্ষত**—স্পষ্টরূপে দর্শন করেছিলেন; **আত্মন্**—আত্মাকে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করার বাসনা করে আমি তপস্যা করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুঃসন রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বকল্পে প্রলয়ে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুঃসনেরা তা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে মুনিগণ তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু-সহস্রনাম স্তোত্রে ভগবানের *সনাৎ* এবং *সনাতনতম* নাম দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে সনাতন বা নিত্য, কিন্তু ভগবান

হচ্ছেন *সনাতনতম*। জীবেরাও সনাতন, কিন্তু সনাতনতম নয়, কেননা জীবের অনিত্য জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই আয়তনগতভাবে জীব *সনাতনতম* ভগবান থেকে ভিন্ন।

দান অর্থেও *সন* শব্দটির ব্যবহার হয়; তাই ভক্ত যখন ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেন, তখন ভগবান তার বিনিময়ে নিজেকে ভক্তের কাছে সমর্পণ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৪/১১) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*। ব্রহ্মাজী পূর্ব কল্পের মতো পুনরায় সৃষ্টি করার বাসনা করেছিলেন, এবং যেহেতু পূর্ববর্তী প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড থেকে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি পুনরায় সেই জ্ঞান প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন; তা না হলে সৃষ্টির কোন অর্থই থাকে না। যেহেতু দিব্য জ্ঞান হচ্ছে পরম প্রয়োজন, তাই সৃষ্টির প্রতিকল্পে বদ্ধ জীবদের মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মাজীর এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল যখন চতুঃসন সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই চতুঃসন হচ্ছেন ভগবানের জ্ঞানাবতার, তাই তাঁরা এমন স্পষ্টভাবে দিব্য জ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, সমস্ত ঋষিরা তৎক্ষণাৎ অনায়াসে তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চতুঃসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তৎক্ষণাৎ অন্তরে ভগবানকে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।
দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং
দেব্যস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥

ধর্মস্য—ধর্মের (ধর্মনীতির নিয়ন্তা); **দক্ষ**—দক্ষ প্রজাপতি; **দুহিতরি**—কন্যাকে; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মূর্ত্যাম্**—মূর্তি নামক; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **নরঃ**—নর; **ইতি**—এইপ্রকার; **স্ব-তপঃ**—স্বীয় তপস্যা; **প্রভাবঃ**—শক্তি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নিয়ম-অবলোপম্**—ব্রতভঙ্গ; **দেব্যঃ**—অপ্সরাগণ; **তু**—কিন্তু; **অনঙ্গ-পৃতনাঃ**—কামদেবের সহচর; **ঘটিতুম্**—হওয়ার জন্য; **ন**—কখনই নয়; **শেকুঃ**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের নিজস্ব পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি ধর্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর এবং নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের সঙ্গিনী অপ্সরাগণ তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে যখন দেখল যে তাদের মতো বহু সুন্দরীগণ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান সব কিছুর উৎস হওয়ার ফলে তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনেরও উৎস। ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভে সাফল্য অর্জন করার জন্য কঠোর তপস্যা করার ব্রত গ্রহণ করেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান ব্রহ্মচর্যের ব্রত সহকারে এই প্রকার তপস্যা করা। তপস্যার জীবনে কোনরকম স্ত্রী-সঙ্গের স্থান নেই। মানব জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করা, তাই সনাতন-ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্মের তিনটি আশ্রমেই স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রম অনুসারে জীবনকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। জীবনের প্রথম অবস্থায়, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সদ্‌গুরুর নির্দেশে শিক্ষা লাভ করতে হয়, যার ফলে বোঝা যায় যে জড় জগতের প্রকৃত বন্ধন হচ্ছে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই স্ত্রীলোকের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে। জীবের পক্ষে স্ত্রীলোকেরা হচ্ছে মোহিনী-তত্ত্ব ; আর পুরুষরূপ হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, বিশেষ করে মানুষদের ক্ষেত্রে। স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণের মোহে সমস্ত জগৎ আবর্তিত হচ্ছে, এবং পুরুষ যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তৎক্ষণাৎ সে জড় জগতের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই প্রভুত্ব করার মিথ্যা গর্বে মত্ত হয়ে এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনা বিকশিত হতে শুরু করে। বাড়ি, জমি, সন্তান, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ, জাতি ও জন্মভূমির প্রতি প্রেম, ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষা—এই সমস্ত মায়িক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, যা মানুষকে ভারাক্রান্ত করে এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্ম-উপলব্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য আদি উচ্চ বর্ণের বালককে পাঁচ বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার মাধ্যমে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করে জীবনের মূল্য এবং জীবিকা অর্জনের বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। তারপর ব্রহ্মচারী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে উপযুক্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু অনেক ব্রহ্মচারী আছেন যাঁরা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করে, স্ত্রী-সঙ্গ না করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন। স্ত্রী-সঙ্গ জনিত অনর্থক বোঝা যে আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধক, তা ভালভাবে উপলব্ধি করে তাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। জীবনের বিশেষ কোন স্তরে কাম-বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয় বলে গুরুদেব ব্রহ্মচারী শিষ্যকে বিবাহ করতে অনুমতি দেন। যে সমস্ত ব্রহ্মচারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের জীবন যাপনে অক্ষম, তাদেরই এই অনুমতি দেওয়া হয় এবং সদ্‌গুরু তা বিচার করতে পারেন। তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা লাভ করার পর যিনি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করেছেন, তিনি

শাস্ত্রানুমোদিত রীতি অনুসারে স্ত্রী-সঙ্গ করেন। তিনি কুকুর-বিড়ালের মতো গৃহস্থ হন না। এমনই গৃহস্থ পঞ্চাশ বছর বয়সের পর স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে একাকী বাস করার অভ্যাস করেন। সেই অনুশীলন পূর্ণ হলে তিনি কঠোরতা সহকারে সবরকম স্ত্রী-সঙ্গ, এমন কি তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। স্ত্রী-সঙ্গ বর্জনে সমগ্র পদ্ধতি বিবেচনা করে মনে হয়, আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির পথে নারী এক বিশাল প্রতিবন্ধক, এবং ভগবান তাই নর-নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়ে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করার ব্রত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই কঠোর ব্রহ্মচারীদ্বয়ের তপস্যাদর্শন করে স্বর্গের দেবতারা ঈর্ষা পরায়ণ হয়েছিলেন এবং কামদেবের সৈন্যদের তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ব্রত ভঙ্গ করার জন্য। কিন্তু কামদেবের সহচরী সেই সমস্ত দিব্যাঙ্গনারা যখন দেখল যে ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাদের মতো অসংখ্য সুন্দরীদের সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তাই তাদের প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে ময়রা কখনো মিষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সর্বক্ষণ মিষ্টি তৈরী করছে যে ময়রা তার মিষ্টি খাওয়ার কোন বাসনা থাকে না; তেমনই ভগবান তাঁর হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবে অসংখ্য চিন্ময় সুন্দরীদের সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাই তাঁর জড় সৃষ্টির মায়িক সুন্দরীদের প্রতি লেশমাত্র আকর্ষণ নেই। যারা সেকথা জানে না তারা মূর্খের মতো অভিযোগ করে যে ভগবান বৃন্দাবনে রাসলীলায় অথবা দ্বারকায় ষোলহাজার মহিষীদের সঙ্গে স্ত্রী-সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭ ॥

কামম্—কাম; **দহন্তি**—দগ্ধ করেন; **কৃতিনঃ**—মহা বলবান ব্যক্তিগণ; **ননু**— কিন্তু; **রোষদৃষ্ট্যা**—রোষপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা; **রোষম্**—ক্রোধ; **দহন্তম্**—অভিভূত হয়ে; **উত**—যদিও; **তে**—তারা; **ন**—পারে না; **দহন্তি**—বশীভূত করতে; **অসহ্যম্**—দুঃসহ; **সঃ**—তা; **অয়ম্**—তাঁকে; **যৎ**—যেহেতু; **অন্তরম্**—ভিতরে; **অলম্**—তা সত্ত্বেও; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **বিভেতি**— ভয়ভীত হয়; **কামঃ**—কাম; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **পুনঃ**—পুনরায়; **অস্য**—তাঁর; **মনঃ**—মন; **শ্রয়েত**—শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

শিবের মতো মহাবলবান ব্যক্তিরা তাঁদের রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু ক্রোধের অতীত ভগবানের অমল অন্তঃকরণে ক্রোধ কখনো প্রবেশ করতে পারে না, অতএব তাঁর মনে কিভাবে কাম আশ্রয় গ্রহণ করবে ?

তাৎপর্য

শিব যখন কঠোর তপস্যা সহকারে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন কামদেব তাঁর প্রতি কামবাণ নিক্ষেপ করেন। মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফলে তৎক্ষণাৎ কামদেবের দেহ তাঁর ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায়। শিব যদিও অত্যন্ত শক্তিমান, তথাপি তিনি তাঁর ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর আচরণে কখনো এই প্রকার ক্রোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ভগবানের সহনশক্তি পরীক্ষা করার জন্য ভৃগুমুনি তাঁর বক্ষে পদাঘাত করেন। কিন্তু ভৃগু মুনির প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে ভগবান ভৃগুমুনির কাছে এই বলে ক্ষমা ভিক্ষা করেন যে, তাঁর অতীব কঠোর বক্ষে চরণাঘাত করার ফলে ভৃগুমুনির চরণে ব্যথা লেগে থাকতে পারে। ভগবানের বক্ষঃস্থলে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন তাঁর সহিষ্ণুতার প্রতীক। এইভাবে ভগবান কখনো ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত হন না, সুতরাং তাঁর অন্তরে ক্রোধের থেকে কম শক্তিশালী কাম-বাসনা কিভাবে স্থান পেতে পারে ? কাম-বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে ক্রোধের উদয় হয়, কিন্তু ক্রোধ যদি না থাকে তখন কামের উদয় হবে কি করে ? তাই ভগবানের আর এক নাম *আত্মকাম,* অর্থাৎ যিনি স্বয়ং তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ভগবান অনন্ত এবং তাই তাঁর বাসনাসমূহও অনন্ত। ভগবান ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবই সর্বতোভাবে সীমিত ; অতএব সসীম কিভাবে অসীমের বাসনা চরিতার্থ করতে পারে ? চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের কাম এবং ক্রোধ কোনটিই নেই, এবং যদিও কখনো কখনো ভগবানের মধ্যে কাম এবং ক্রোধের প্রদর্শন হতে দেখা যায়, তবে তা পরম আশীর্বাদ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৮

বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তবন্তি মুনয়ো যদুপর্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥

বিদ্ধঃ—আহত হয়ে ; **সপত্নী**—সপত্নী ; **উদিত**—উক্ত ; **পত্রিভিঃ**—তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা ; **অন্তি**—সমীপে ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার ; **বালঃ**—বালক ; **অপি**—যদিও ; **সন্**—হয়ে ;

উপগতঃ—গমন করেছিল; **তপসে**—কঠোর তপস্যা; **বনানি**—গভীর অরণ্যে; **তস্মৈ**—অতএব; **অদাৎ**—পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন; **ধ্রুবগতিম্**—ধ্রুবলোকে নিত্যগতি; **গৃণতে**—প্রার্থিত হয়ে; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **দিব্যাঃ**—উচ্চলোকের অধিবাসীগণ; **স্তবন্তি**—স্তব করেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **যৎ**—যার ফলে; **উপরি**—উপরিস্থিত; **অধস্তাৎ**—নীচের।

অনুবাদ

রাজার সমক্ষে ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন, উপরিস্থিত এবং অধঃস্থিত মহর্ষিগণ যাঁর স্তব করে থাকেন।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত রাজপুত্র ধ্রুব যখন পাঁচ বছর বয়সের বালক ছিলেন, তখন একদিন তাঁর পিতার কোলে বসে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিমাতা তাঁর প্রতি রাজার এই স্নেহ প্রদর্শন সহ্য করতে পারেনি। তাই সে এই বলে তাঁকে রাজার কোল থেকে নামিয়ে দেয় যে তার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করার ফলে তাঁর রাজার কোলে বসার অধিকার নেই। বিমাতার এই আচরণে ধ্রুব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মাও এই অপমানের কোন প্রতিকার করতে সক্ষম না হয়ে কেবল ক্রন্দন করেছিলেন। বালক ধ্রুব তখন তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর পিতার সিংহাসনের থেকেও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন; দুঃখিনী রানী তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে ভগবানই কেবল তাঁর সেই আশা পূর্ণ করতে পারেন। বালক তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় ভগবানের দেখা পাওয়া যায়, এবং রানী উত্তর দেন যে মহান ঋষিরা কখনো কখনো গভীর অরণ্যে ভগবানের দর্শন লাভ করে থাকেন। তাঁর ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তখন সেই বালক রাজপুত্র কঠোর তপস্যা করার জন্য অরণ্যে গমন করতে মনস্থ করেন।

রাজকুমার ধ্রুব ভগবান কর্তৃক প্রেরিত তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। নারদ মুনি ধ্রুবকে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং ভগবান বাসুদেব পৃশ্নিগর্ভ নামক চতুর্ভুজ রূপে অবতরণ করে রাজকুমার ধ্রুবকে সপ্তর্ষিমণ্ডলেরও ঊর্ধ্বে এক বিশেষ গ্রহলোক প্রদান করেছিলেন। ঈপ্সিত ফল লাভের পর রাজকুমার ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পান, এবং তাঁর সমস্ত অভাব পূরণে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

ধ্রুব মহারাজকে পুরস্কারস্বরূপ যে লোক প্রদান করা হয়েছিল তা হচ্ছে এক অবিচল বৈকুণ্ঠলোক, যা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ইচ্ছায় জড় আকাশে স্থাপন করা

হয়েছিল। এই লোকটি জড় জগতে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রলয়ের সময়ে ধ্বংস না হয়ে অবিচলিতভাবে একই জায়গায় থাকবে। এই লোকটি বৈকুণ্ঠলোক হওয়ার ফলে অবিনাশী। এই ধ্রুব লোকের নিম্নে অবস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণ এবং এই লোকের উপরে অবস্থিত ভৃগু আদি মহর্ষিগণ এই লোকের স্তব করে থাকেন।

শুদ্ধভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান পৃশ্নিগর্ভরূপে অবতরণ করেছিলেন। রাজকুমার ধ্রুব শুদ্ধভক্ত নারদমুনি কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে উপরোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করার ফলেই কেবল সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যখন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁর সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন, এবং কেবল শুদ্ধভক্ত কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ফলে তিনি ভগবানকে দর্শন করার সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে আমরা ধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান বিশদভাবে পাঠ করব।

শ্লোক ৯

যদ্বেনমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র-
নিষ্পুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদং চ লেভে
দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলানি যেন ॥ ৯ ॥

যৎ—যখন; **বেনম্**—বেন রাজাকে; **উৎপথ-গতম্**—উন্মার্গগামী; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **বাক্য**—অভিশাপ; **বজ্র**—বজ্র; **নিষ্পুষ্ট**—দগ্ধ; **পৌরুষ**—মহান কার্যাবলী; **ভগম্**—ঐশ্বর্য; **নিরয়ে**—নরকে; **পতন্তম্**—অধঃপতিত হয়ে; **ত্রাত্বা**—উদ্ধার করে; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **জগতি**—জগতে; **পুত্রপদম্**—পুত্রের পদ; **চ**—ও; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুগ্ধা**—দহন করেছিলেন; **বসূনি**—উৎপাদন; **বসুধা**—পৃথিবী; **সকলানি**—সর্বপ্রকার; **যেন**—যার দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ বেন উৎপথগামী হয়েছিল এবং তখন ব্রাহ্মণদের বজ্র-কঠোর শাপবাক্যে তার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়। সে নরকে পতিত হতে থাকলে ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় এবং তাকে পরিত্রাণ করার জন্য ভগবান পৃথু অবতারে তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং সর্বপ্রকার শস্য পৃথিবী থেকে দোহন করেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রথায় পুণ্যবান এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন সমাজের প্রকৃত অভিভাবক। সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা রাজাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে ধর্মের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করতে হয়, এবং তার ফলে পূর্ণ কল্যাণকারী রাজ্যের

স্থাপনা হত। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় প্রশাসক সর্বদা বিদ্বান ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁরা কখনই স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের প্রজাদের শাসন করতেন মনু-সংহিতা এবং মহর্ষিগণ রচিত অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এবং তাই তখন প্রজাতন্ত্রের নামে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আইন প্রণয়ন করতে হত না। যেমন একটি শিশুর নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণেরও নিজেদের কল্যাণের বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। অভিজ্ঞ পিতা যেমন তাঁর অবোধ শিশুপুত্রকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান, তেমনই শিশুসদৃশ জনসাধারণের এই প্রকার পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। মনু-সংহিতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে জন সাধারণের কল্যাণ সাধনের পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে, এবং সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রগ্রন্থের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণেরা স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে রাজাদের উপদেশ দিতেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার বেতনভোগী সেবক ছিলেন না, এবং তাই শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে রাজাকে আদেশ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। এই পদ্ধতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং ব্রাহ্মণ চাণক্য তাঁর অবৈতনিক মন্ত্রী ছিলেন।

মহারাজ বেন শাসনের এই নিয়ম পালন করেনি। সে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করেছিল। উদারচিত্ত ব্রাহ্মণদের কোন রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, পক্ষান্তরে তাঁরা কেবল জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা বেন রাজাকে তার অসৎ আচরণের জন্য দণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন এবং রাজাকে অভিশাপ দেন।

মহাপুরুষদের অবজ্ঞা করার ফলে আয়ু, আজ্ঞানুবর্তিতা, যশ, পুণ্য, উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা এবং মহাত্মাদের আশীর্বাদ—এই সমস্ত বিনষ্ট হয়ে যায়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। মহারাজ বেন যে তার পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে রাজা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু সে জেনে শুনে মহাত্মাদের অবজ্ঞা করেছিলেন, তাই তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল এবং উল্লিখিত সমস্ত গুণগুলি সে হারায়।

বামন-পুরাণে মহারাজ বেনের অধঃপতনের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ পৃথু যখন জানতে পারেন যে তাঁর পিতা বেন এক ম্লেচ্ছ পরিবারে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাক্তন রাজাকে কলুষমুক্ত করার জন্য কুরুক্ষেত্রে নিয়ে আসেন এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তাকে মুক্ত করেন।

পৃথিবীর বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রার্থনার ফলে ভগবান মহারাজ পৃথুরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার শস্য উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি পুত্রের কর্তব্যও সম্পাদন করে তাঁর পিতাকে নারকীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। পুত্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুৎ নামক নরক থেকে যিনি

তাঁর পিতাকে উদ্ধার করেন। এই কর্তব্য সম্পাদনে যিনি সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন যোগ্য পুত্র।

শ্লোক ১০

নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনু-
র্যো বৈ চচার সমদৃগ্ জড়যোগচর্যাম্।
যৎ পারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি
স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

নাভেঃ—মহারাজ নাভির দ্বারা; **অসৌ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **আস**—হয়েছিলেন; **সুদেবিসূনুঃ**—সুদেবীর পুত্র; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **চচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **জড়**—ভৌতিক; **যোগচর্যাম্**—যোগ অনুশীলন; **যৎ**—যা; **পারমহংস্যম্**—সিদ্ধির পরম অবস্থা; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **পদম্**—পদ; **আমনন্তি**—স্বীকার করেন; **স্বস্থঃ**—স্বরূপস্থিত; **প্রশান্ত**—স্থির; **করণঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পরিমুক্ত**—পূর্ণরূপে মুক্ত; **সঙ্গঃ**—জড় কলুষ।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি এবং তাঁর পত্নী সুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান আবির্ভূত হয়ে ঋষভদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মনের সাম্যভাব লাভের জন্য জড়-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই অবস্থাকে পারমহংসপদ বা মুক্তির চরম সিদ্ধ অবস্থা বলে মনে করা হয়, যে স্তরে জীব তার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে পূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্ত হয়।

তাৎপর্য

আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির যত প্রকার যোগের পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে জড়-যোগ হচ্ছে একটি। এই জড়-যোগ অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাথরের মতো জড় হয়ে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে অবিচল থাকা। পাথর যেমন সব রকম বাহ্য ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি উদাসীন থাকে, তেমনই জড়-যোগের অনুশীলনকারী দেহের সমস্ত কষ্টের প্রতি উদাসীন থাকেন।

এই প্রকার যোগীরা নিজের দেহকে নানাভাবে পীড়ন করেন এবং এই রকম পীড়ন করার বহু পন্থার মধ্যে একটি পন্থা হচ্ছে ক্ষুরের সাহায্যে দাড়ি এবং চুল কাটার পরিবর্তে হাত দিয়ে চুল ছেঁড়ার অভ্যাস। এই প্রকার জড়-যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। মহারাজ ঋষভদেব তাঁর জীবনের শেষ ভাগে, সমস্ত দৈহিক নির্যাতনের প্রতি উদাসীন হয়ে নির্বাক উন্মাদের মতো ঘুরতেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ঋষভদেবকে উন্মাদ বলে

মনে করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু এবং মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করত, কখনো কখনো তাঁর দেহে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করত অথবা প্রস্রাব করত। ঋষভদেবও কখনো কখনো তাঁর নিজের মলের উপর নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর মল ছিল সুরভিত পুষ্পের মতো সুগন্ধযুক্ত, এবং মহাত্মারা তাঁকে মানব-জীবনের চরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত এক পরমহংসরূপে চিনতে পারতেন। কেউ যদি তার মলকে ফুলের মতো সুরভিত করতে না পারে, তা হলে তার মহারাজ ঋষভদেবের অনুকরণ করা উচিত হবে না। মহারাজ ঋষভদেব এবং যাঁরা তাঁর মতো সিদ্ধির চরম স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদেরই পক্ষে জড়-যোগের অনুশীলন করা সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধরনের অসাধারণ যোগাভ্যাস অসম্ভব।

এই শ্লোকে জড়-যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল *প্রশান্তকরণঃ* বা ইন্দ্রিয়াদি দমন। যোগসাধনায় সমগ্র পন্থা, তা যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তা হল অসংযত জড় ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করে আত্ম-উপলব্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার পন্থা। বিশেষ করে এই যুগে এই জড়-যোগের কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে না, বরং ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব, কেননা তা এই যুগের ঠিক উপযোগী। যথাযথ সূত্রে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার অত্যন্ত সরল পন্থা মানুষকে যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

ঋষভদেব ছিলেন মহারাজ নাভির পুত্র এবং মহারাজ আগ্নীধ্রর পৌত্র। তিনি ছিলেন মহারাজ ভরতের পিতা, যে ভরতের নাম অনুসারে এই পৃথিবীকে বলা হত ভারতবর্ষ। এখানে যদিও ঋষভদেবের মাতাকে সুদেবী নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মেরুদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন। কখনো বা বলা হয়ে থাকে যে, সুদেবী ছিলেন মহারাজ নাভির অন্য পত্নী, কিন্তু অন্যান্য স্থানে যেহেতু মহারাজ ঋষভদেবকে মেরুদেবীর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই মেরুদেবী এবং সুদেবী যে একই জনের দুটি নাম, তা সুস্পষ্ট।

শ্লোক ১১

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥ ॥ ১১ ॥

সত্রে—যজ্ঞ-উৎসবে ; **মম**—আমার ; **আস**—প্রকট হয়েছিল ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **হয়শীরষা**—অশ্বের শির সমন্বিত ; **অথঃ**—এইভাবে ; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে ; **স**—তিনি ; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যিনি সন্তুষ্ট হন ; **তপনীয়**—স্বর্ণময় ; **বর্ণঃ**—রং ; **ছন্দঃ-ময়ঃ**—বৈদিক মন্ত্রের মূর্তিমান প্রকাশ ; **মখ-ময়ঃ**—যজ্ঞের মূর্তিমান প্রকাশ ; **অখিল**—সবকিছু ; **দেবতাত্মা**—দেবতাদের আত্মা ; **বাচঃ**—শব্দ ; **বভূবুঃ**—

শোনা গিয়েছিল; **উশতীঃ**—অত্যন্ত শ্রুতিমধুর; **শ্বসতঃ**—শ্বাস গ্রহণ করার সময়; অস্য—তাঁর; **নস্তঃ**—নাসিকার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান আমার (ব্রহ্মার) অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হয়গ্রীব অবতার রূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুবর্ণস্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ বেদ এবং সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে সমস্ত মধুর বৈদিক স্তোত্র ধ্বনিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যে সমস্ত কর্মীরা সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে রত, বৈদিক স্তোত্র সমূহ সাধারণত তাদের জন্য। তারা দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে চায়। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বৈদিক স্তোত্র। তাই কেউ যখন সরাসরিভাবে ভগবানের ভক্ত হন, তার মাধ্যমে আপনা থেকেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান সম্পাদিত হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তেরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করতে পারেন অথবা দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা না করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্তেরা সকাম কর্মী এবং বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক থেকে অনেক উন্নত স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১২

মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষোণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥

মৎস্যঃ—মৎস্যাবতার; **যুগ-অন্ত**—কল্পান্তে; **সময়ে**—সময়ে; **মনুনা**—ভাবী বৈবস্বত মনুর দ্বারা; **উপলব্ধঃ**—অনুভূত; **ক্ষোণীময়ঃ**—পৃথিবী পর্যন্ত; **নিখিল**— সমস্ত; **জীব**—জীব; **নিকায়কেতঃ**—আশ্রয়; **বিস্রংসিতান্**—উদ্ভূত; **উরু**—মহান; **ভয়ে**—ভয় থেকে; **সলিলে**—জলে; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **মে**—আমার; **আদায়**—নিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **বিজহার**—উপভোগ করেছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **বেদমার্গান্**—সমস্ত বেদের পন্থা।

অনুবাদ

কল্পান্তে সত্যব্রত নামক ভাবী বৈবস্বত মনু দেখতে পাবেন যে মৎস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাত্মাদের আশ্রয়। কেননা কল্পান্তে প্রলয়-বারির

ভয়ে ভীত হয়ে বেদ-সমূহ আমার (ব্রহ্মার) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জল রাশি দর্শন করে উৎফুল্ল হন এবং বেদসমূহকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রত্যেক মনুর অন্তে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। সেই বিশাল জলরাশি ব্রহ্মারও ভীতিজনক। তাই ভাবী বৈবস্বত মনু শুরুতে এই ধ্বংস-লীলা দর্শন করবেন। অন্য বহু ঘটনাও ঘটবে, যেমন শঙ্খাসুর বধ। ব্রহ্মা তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে সেই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর ঘটনার সময় তাঁর মুখ থেকে বেদসম্ভার তাঁর মুখনিঃসৃত হবে, এবং মৎস্যাবতারে ভগবান কেবল দেবতা, মনুষ্য, পশু, ঋষি প্রমুখ সমস্ত জীবদেরই উদ্ধার করবেন তাই নয়, পক্ষান্তরে তিনি বেদকেও রক্ষা করবেন।

শ্লোক ১৩

ক্ষীরোদধাবমরদানবযূথপানা-
মুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধার গোত্রং
নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপরিবর্তকষাণকণ্ডূঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষীর—দুধ; **উদধৌ**—সমুদ্রে; **অমর**—দেবতাগণ; **দানব**—অসুরগণ; **যূথপানাম্**—দুই দলের নায়কদের; **উন্মথ্নতাম্**—মন্থন করার সময়; **অমৃত**—অমৃত; **লব্ধয়**—লাভের জন্য; **আদিদেবঃ**—আদিপুরুষ ভগবান; **পৃষ্ঠেন**—পৃষ্ঠের দ্বারা; **কচ্ছপ**—কূর্ম; **বপুঃ**—দেহ; **বিদধার**—ধারণ করেছিলেন; **গোত্রম্**—মন্দর পর্বত; **নিদ্রাক্ষণঃ**—অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়; **অদ্রি-পরিবর্ত**—পর্বতের ঘূর্ণন; **কষাণ**—ঘর্ষণসুখ; **কণ্ডূঃ**—কণ্ডূয়ন।

অনুবাদ

আদিদেব ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতলাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা অনুভব না করতে পারলেও এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি ক্ষীর-সমুদ্র রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন যে মহাকাশে শত-সহস্র লোক রয়েছে, এবং প্রতিটি লোকের জলবায়ু ভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত সে সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রদান করে যা আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। ভারতের মুনি-ঋষিরা জ্ঞান লাভ করতেন

বৈদিক শাস্ত্র থেকে, এবং মহাজনেরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের পৃষ্ঠা থেকে (*শাস্ত্রচক্ষুবৎ*)। অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণশীল সমস্ত গ্রহগুলি দর্শন না করা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ক্ষীর-সমুদ্রের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যেহেতু সেই প্রকার গবেষণা সম্ভব নয়, তাই আমাদের স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা যথাযথভাবে স্বীকার করতে হবে, কেননা শ্রীধর স্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহান আচার্যগণ তা স্বীকার করেছেন। বৈদিক পন্থা হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, এবং যা আমাদের কল্পনার অতীত তাকে জানার এইটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। আদিদেব ভগবান সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং তাই তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কূর্মরূপ বা মৎস্যরূপ ধারণ করে অবতরণ করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনা স্বীকার করতে কখনো দ্বিধা করা উচিত নয়।

দেবতা এবং দানবদের যৌথ প্রচেষ্টায় ক্ষীর-সমুদ্রে মন্থনের বিশাল প্রয়াসে মন্থন দণ্ডরূপ মন্দর পর্বতকে ধারণ করার জন্য এক বিশাল আধারের আবশ্যকতা ছিল। তাই দেবতাদের সাহায্য করার জন্য আদিদেব ভগবান এক বিশাল কূর্মরূপে অবতরণ করে ক্ষীর-সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। সেই সময় মন্দর পর্বতের ঘর্ষণের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং
কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রূকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াভিপতন্তমারা-
দূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম ॥ ১৪ ॥

ত্রৈ-পিষ্টপ—দেবতাগণ; **উরুভয়-হা**—মহাভয় হরণকারী; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নৃসিংহ-রূপম্**—নৃসিংহরূপ ধারণ করে; **কৃত্বা**—করে; **ভ্রমৎ**—ঘূর্ণনের দ্বারা; **ভ্রূকুটি**—ভ্রূকুটি; **দংষ্ট্র**—দন্ত; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ানক; **বক্ত্রম্**—মুখ; **দৈত্য-ইন্দ্রম্**—দৈতরাজকে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **গদয়া**—হস্তধৃত গদার দ্বারা; **অভিপতন্তম্**—যখন পতিত হচ্ছিল; **আরাৎ**—নিকটে; **উরৌ**—উরুতে; **নিপাত্য**—স্থাপন করে; **বিদদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **স্ফুরন্তম্**—গর্জন করতে করতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, দন্ত ও ভীষণ বদনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী দৈত্যরাজকে

(হিরণ্যকশিপুকে) তাঁর উরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু এবং তার পুত্র মহাভাগবত প্রহ্লাদের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কঠোর তপস্যার প্রভাবে জড় উপায়ে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং সে মনে করেছিল যে ব্রহ্মার বরে সে অমরত্ব লাভ করেছে। ব্রহ্মাজী তাকে অমর হওয়ার বর দান করতে অস্বীকার করেন, কেননা তিনি নিজেও অমর নন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ছলনাপূর্বক ব্রহ্মাজীর কাছ থেকে এমন কতগুলি বর লাভ করে যার ফলে সে প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিল। হিরণ্যকশিপু নিশ্চিত ছিল যে কোন মানুষ অথবা দেবতার দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, দিনে অথবা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। ভগবান কিন্তু জড়বাদী দৈত্য হিরণ্যকশিপুর কল্পনারও অতীত অর্ধমানব এবং অর্ধ সিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাজীর বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে তাঁর উরুদেশে স্থাপনপূর্বক বধ করেছিলেন, যার ফলে সে আকাশে অথবা ভূমিতে বা জলে নিহত হয় নি। ভগবান তাঁর নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেছিলেন, যা ছিল হিরণ্যকশিপুর সবরকম অস্ত্রের কল্পনারও অতীত। হিরণ্যকশিপু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'যে স্বর্ণ ও নরম শয্যার প্রতি আকাঙ্ক্ষী', যা সমস্ত জড়বাদী মানুষদের চরম লক্ষ্য। ভগবানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক রহিত এই প্রকার আসুরিক মানুষেরা তাদের জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভগবদ্ভক্তদের নির্যাতন করে। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর পুত্র, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তাই তাঁর পিতা তাঁকে সর্বতোপ্রকারে নির্যাতন করে। সেই পরিস্থিতি যখন চরমে পৌঁছায় তখন ভগবান নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতাদের শত্রু হিরণ্যকশিপুকে এমনভাবে বধ করেন যে তা ছিল সেই অসুরের কল্পনারও অতীত। সর্বশক্তিমান ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরদের সবরকম জাগতিক পরিকল্পনা সর্বদা ব্যর্থ করে থাকেন।

শ্লোক ১৫

অন্তঃসরস্যুরুবলেন পদে গৃহীতো
গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্তঃ।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

অন্তঃ-সরসি—নদীর ভিতর; **উরুবলেন**—শ্রেষ্ঠশক্তির দ্বারা; **পদে**—পা; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **গ্রাহেণ**—কুমীরের দ্বারা; **যূথ-পতিঃ**—হস্তীদের নেতা; **অম্বুজ-**

হস্ত—পদ্মফুল হস্তে; **আর্তঃ**—অত্যধিক পীড়িত; **আহঃ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এইভাবে; **আদিপুরুষ**—আদি ভোক্তা; **অখিল-লোকনাথ**—ব্রহ্মাণ্ডের পতি; **তীর্থশ্রবঃ**—তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত; **শ্রবণ মঙ্গল**—যাঁর নাম শ্রবণ করা মাত্রই সর্বকল্যাণ সাধিত হয়; **নামধেয়**—যাঁর পবিত্র নাম কীর্তনের যোগ্য।

অনুবাদ

অধিক বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যূথপতি গজরাজের পদ ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে তার শুণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম ধারণ করে ভগবানকে সম্বোধন করে বলেছিল, "হে আদি পুরুষ, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি! হে পরিত্রাণকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দিব্য নাম স্মরণ করা মাত্রই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।"

তাৎপর্য

নদীতে অধিকতর বলবান কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করার কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ভগবান পরম-জ্ঞানস্বরূপ, তাই তাঁর দিব্য নাম এবং তাঁর চিন্ময় স্বরূপে কোন পার্থক্য নেই। কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গজেন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। সাধারণত হাতী যদিও কুমীরের থেকে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু জলে কুমীর হাতীর থেকে অধিক শক্তিশালী, গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ভগবানের এক মহান ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বকৃত সুকৃতির প্রভাবে তিনি দিব্য নাম উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই সর্বদা দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত, কেননা এই জগতটি এমনই যে প্রতি পদক্ষেপেই প্রত্যেককে কোন না কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কিন্তু কারো যদি পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকে, তাহলে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন; সেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে। যারা দুষ্কৃতকারী এবং পাপী তারা দুঃখ-দুর্দশায় আর্ত হলেও ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। সে কথাও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। গজেন্দ্র যখন আর্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন তখন ভগবান তাঁর নিত্য বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেন।

গজেন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি ভগবানকে *আদিপুরুষ* বা *পরম ভোক্তা* বলে সম্বোধন করেন। ভগবান এবং জীব উভয়ই চেতন এবং তাই উভয়ই ভোক্তা; কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, কেননা তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। একটি পরিবারে যেমন পিতা এবং পুত্র উভয়ই নিঃসন্দেহে ভোক্তা, কিন্তু পিতা হচ্ছেন মুখ্য ভোক্তা এবং পুত্র গৌণ ভোক্তা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি এবং জীব তার জন্য বরাদ্দ অংশটুকুই কেবল ভোগ করতে পারে। যা তার জন্য বরাদ্দ করা হয়নি, তা জীব

স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। *ঈশোপনিষদে* ভগবানের পরম ভোক্তা হওয়ার ধারণা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য যিনি অবগত তিনি ভগবানকে প্রথমে নিবেদন না করে কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

গজেন্দ্র ভগবানকে *অখিল-লোক-নাথ* বা সমগ্র জগতের প্রভু বলে সম্বোধন করেছেন, সেই সূত্রে তিনি গজেন্দ্ররও প্রভু। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত গজেন্দ্র কুমীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের বিশেষ যোগ্য ছিলেন, এবং ভগবান যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর ভক্ত কখনো বিনষ্ট হবেন না, তাই গজেন্দ্রের পক্ষে রক্ষা লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা যথার্থই উপযুক্ত ছিল এবং ভগবানও তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছিলেন। ভগবান সকলেরই পালক, তবে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবী করার পরিবর্তে যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হন, তাঁদের তিনি সর্বপ্রথমে রক্ষা করেন। ভগবান সর্বদাই পরম উৎকৃষ্ট। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত বলে ভগবান তাঁকে প্রথম সুযোগ দেন। কিন্তু যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে, সেই সমস্ত অসুরদের ভগবান কিছু সীমিত শক্তি অনুমোদন করেন যার প্রভাবে তারা আত্ম-রক্ষা করে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর পূর্ণতাও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পূর্ণতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

গজেন্দ্র ভগবানকে *তীর্থশ্রবঃ* বা "তীর্থ স্থানের মতো বিখ্যাত" বলে সম্বোধন করেছেন। অজ্ঞাত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ তীর্থ স্থানে যায়। কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করার ফলেই কেবল সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই ভগবান পবিত্র তীর্থস্থানেরই মতো। তবে পবিত্র তীর্থস্থানের প্রভাবে সব কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হলে তীর্থস্থানেই যেতে হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম ঘরে থেকেই অথবা যে কোন স্থানে থেকে কীর্তন করা যায় এবং তার ফলে সেই সুফল লাভ করা যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে তাই তীর্থস্থানে যেতে হয় না। তিনি কেবল নিষ্ঠা সহকারে ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনো কোন পাপ কর্ম করেন না, তবে সারা পৃথিবী যেহেতু পাপ-পঙ্কিল পরিবেশে পূর্ণ, তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও কখনো কখনো অজ্ঞাতসারে কোন পাপ করে ফেলতে পারেন। যারা জ্ঞাতসারে পাপকর্ম করে তারা ভগবানের ভক্ত হওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যদি অজ্ঞাতসারে কোন পাপকর্ম করে ফেলেন তাঁকে ভগবান অবশ্যই রক্ষা করেন, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করেন।

ভগবানের দিব্য নামকে বলা হয় *শ্রবণ-মঙ্গল*। অর্থাৎ, ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার ফলেই সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র ভগবানের দিব্য নামকে *পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের বিষয়ে কীর্তন এবং শ্রবণ করাই

পুণ্য কর্ম। ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন যাতে মানুষদের শ্রবণের জন্য কিছু অপ্রাকৃত কার্যকলাপের সৃষ্টি হয়; তা না হলে ভগবানের এই জগতে কিছুই করণীয় নেই এবং কোন কর্তব্যও নেই। তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এখানে এসে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করেন। বেদ এবং পুরাণে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে বা পাঠ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগে মানুষের মূল্যবান সময়ের অধিকাংশই অপচয় হয় গল্প এবং উপন্যাস পাঠ করে। এই সমস্ত সাহিত্য কারোরই কোনপ্রকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না; পক্ষান্তরে তা শুধুই যুবকদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে রজো এবং তমো গুণের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং তাদের দৃঢ়ভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। শ্রবণ এবং পাঠ করার এই প্রবণতা ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ এবং পাঠ করার মাধ্যমে সদ্ব্যবহার করা যায়। তার ফলে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হয়।

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ভগবানের দিব্য নাম এবং তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা সর্বদাই শ্রবণ করা উচিত, এবং তাই এই শ্লোকে তাঁকে *নামধেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়-
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মা-
দ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অরণার্থিনম্**—সাহায্যপ্রার্থী; **অপ্রমেয়ঃ**—অমিত শক্তিশালী ভগবান; **চক্র**—চক্র; **আয়ুধঃ**—অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **পতগরাজ**—পক্ষীরাজ (গরুড়); **ভুজ-অধিরূঢ়ঃ**—পৃষ্ঠে আরোহণ করে; **চক্রেণ**—চক্রের দ্বারা; **নক্রবদনম্**—কুমীরের মুখ; **বিনিপাট্য**—দ্বিখণ্ডিত করে; **তস্মাৎ**—সেই কুমীরের মুখ থেকে; **হস্তে**—হাতে; **প্রগৃহ্য**—তার শুঁড় ধরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **উজ্জহার**—তাকে উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

চক্রপাণি শ্রীহরি সেই শরণার্থী গজরাজের আর্তনাদ শ্রবণ করে পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের শুঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন। কেউই অনুমান করতে পারে না সেই লোক এখান থেকে কতদূরে। তথাপি বলা হয় যে কেউ যদি মনের গতিতে ভ্রমণশীল রথে চড়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করেন, তা হলেও তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারবেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বায়ুযান সৃষ্টি করেছেন তা জড়, কিন্তু যোগীরা তার থেকেও সূক্ষ্ম মানস যানে চড়ে ভ্রমণ করেন। এই মানস যানের সাহায্যে যোগীরা অতি শীঘ্র যে কোন দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু বায়ুযান অথবা মানস যান কোনটিই জড় আকাশের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে ভগবান কিভাবে গজরাজের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং কিভাবেই বা তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ? মানুষের পক্ষে কল্পনার দ্বারা তা অনুমান করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয়েছিল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, এবং তাই এখানে ভগবানকে *অপ্রমেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষও তার মস্তিষ্কের দ্বারা অঙ্ক কষে ভগবানের শক্তির হিসাব করতে পারে না। এতদূর থেকে ভগবান শ্রবণ করতে পারেন, তিনি সেখান থেকে আহার করতে পারেন এবং তিনি নিমেষের মধ্যে সমস্ত স্থানে যুগপৎ প্রকট হতে পারেন। এমনই হচ্ছে ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা।

শ্লোক ১৭

জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং
লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন
যাচ্ঞামৃতে পথিচরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥ ১৭ ॥

জ্যায়ান্—সর্বশ্রেষ্ঠ ; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা ; **অবরজঃ**—চিন্ময় ; **অপি**—যদি তিনি তেমন ; **অদিতেঃ**—অদিতির ; **সুতানাম্**—পুত্রদের (যাঁরা আদিত্য নামে পরিচিত) ; **লোকান্**—সমস্ত লোক ; **বিচক্রমে**—অতিক্রম করে ; **ইমান্**—এই ব্রহ্মাণ্ডে ; **যৎ**—যিনি ; **অথ**—অতএব ; **অধিযজ্ঞঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ক্ষ্মাম্**—সমস্ত স্থলভাগ ; **বামনেন**—বামন অবতারে ; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন ; **ত্রি-পদ**—ত্রিপাদ ; **ছলেন**—ছলনার দ্বারা ; **যাচ্ঞাম্**—ভিক্ষা করে ; **ঋতে**—বিনা ; **পথিচরন্**—সত্য মার্গে বিচরণ করে ; **প্রভুভিঃ**—মহাজনদের দ্বারা ; **ন**—কখনোই না ; **চাল্যঃ**—বিচ্যুত।

অনুবাদ

গুণাতীত ভগবান অদিতি-পুত্র আদিত্যদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান বিষ্ণু পদনিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার ছলে তিনি

বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমগ্র ভুবন অধিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষার ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন, কেননা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করতে সমর্থ জনেরা সব কিছু করতে পারলেও যাচ্ঞা ব্যতিরেকে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট করা তাদেরও কর্তব্য নয়।

তাৎপর্য

বলি মহারাজের চরিত এবং বামনদেবকে তাঁর দান করার কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বলি মহারাজ বলপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি জয় করেছিলেন। একজন রাজা অপর রাজাকে বলপূর্বক জয় করতে পারেন এবং এই প্রকার অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে বলি মহারাজ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাই ভগবান ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশে তাঁর কাছে এসে ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা করেন। সব কিছুর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান বলি মহারাজের অধিকৃত সমস্ত ভূমি নিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি কেননা বলি মহারাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজার অধিকাররূপে সেই সমস্ত ভূমি অধিকার করেছিলেন। ভগবান বামনদেব যখন বলি মহারাজের কাছে এত ক্ষুদ্র একটি দান ভিক্ষা করেন, তখন বলি মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য তাঁকে বাধা দেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বামনদেব হচ্ছেন ভিক্ষুবেশী স্বয়ং বিষ্ণু। বলি মহারাজ যখন বুঝতে পারেন যে সেই ভিক্ষুকটি হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু, তখন তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং তৎক্ষণাৎ বামনদেবকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করতে সম্মত হন। বামনদেব তখন দুই পদনিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত করেন এবং যখন তিনি বলি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় তিনি তাঁর তৃতীয় পদ স্থাপন করবেন, বলি মহারাজ তখন আনন্দের সঙ্গে তাঁর মস্তকে ভগবানের অবশিষ্ট পদ স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। এভাবে বলি মহারাজ সবকিছু হারাবার পরিবর্তে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন এবং ভগবান তাঁর নিত্য সঙ্গী এবং দ্বাররক্ষক হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করলে কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে তিনি সব কিছু লাভ করেন যা প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্লোক ১৮

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচ—
মাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্য-
দাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েঽভিমেনে ॥ ১৮ ॥

ন—কখনোই না; **অর্থঃ**—তুলনামূলক মূল্যের; **বলেঃ**—শক্তিতে; **অয়ম্**—এই; **উরুক্রম-পাদ-শৌচম্**—পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত: **আপঃ**—জল; **শিখা-**

ধৃতবতঃ—মস্তকে ধারণকারী; **বিবুধ-অধিপত্যম্**—দেবতাদের রাজ্যের উপর আধিপত্য; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতিশ্রুতম্**—যা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; **ঋতে ন**—তার অতিরিক্ত; **চিকীর্ষৎ**—চেষ্টা করা হয়েছে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **আত্মানম্**—এমনকি তাঁর স্বীয় শরীর; **অঙ্গ**—হে নারদ; **মনসা**—তাঁর মনে; **হরয়ে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অভিমেনে**—সমর্পিত।

অনুবাদ

বলি মহারাজ, যিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের পদধৌত জল ধারণ করেছিলেন, তাঁর গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেননি। ভগবানের তৃতীয় চরণ রাখবার জন্য তিনি তাঁর দেহ নিবেদন করেছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে স্বর্গরাজ্যও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীয় বলের দ্বারা অধিকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ তাঁর মহান ত্যাগের জন্য ভগবানের অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করার ফলে বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করার যোগ্য হয়েছিলেন। তাই তাঁর বাহুবলে অধিকৃত স্বর্গরাজ্য উৎসর্গ করার ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ ভগবান যখন কারো কষ্টার্জিত সম্পদ বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন এবং তার পরিবর্তে তাঁর ব্যক্তিগত সেবা, আনন্দ এবং জ্ঞান প্রদান করেন, তখন বুঝতে হবে যে তা হচ্ছে ভগবানের বিশেষ কৃপা।

জড় সম্পদ, যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, কখনোই চিরস্থায়ী নয়। তাইস্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করা উচিত, তা না হলে জড় দেহ ত্যাগ করার সময় তা ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃতিস্থ মানুষ জানেন যে সমস্ত ভৌতিক সম্পত্তি অনিত্য এবং তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা, যাতে ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তাঁর পরমধামে চিরকাল নিবাস করার অনুমতি প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/৫-৬) ভগবানের পরম ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই জড় জগতে বাড়ি, জমি, সন্তান-সন্ততি, সমাজ, বন্ধু, ধনসম্পদ ইত্যাদিরূপে মানুষের যে সম্পত্তি তা সবই ক্ষণস্থায়ী। মায়াসৃষ্ট এই সমস্ত মোহময়ী সামগ্রী চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। এইপ্রকার সম্পত্তির উপর মালিকানা যত বৃদ্ধি পায় আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধকরূপ মোহ তত বৃদ্ধি পায়; তাই জড় প্রতিষ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়ার

জন্য এই সমস্ত সম্পত্তি যতখানি সম্ভব কম অথবা একেবারেই কিছু না সঞ্চয় করা উচিত। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শে আমরা কলুষিত হয়েছি। তাই অনিত্য সম্পত্তির বিনিময়ে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমরা যত পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে পারি, ততই আমরা জড় জগতের মোহময়ী আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। জীবনের এই স্তর লাভ করতে হলে পারমার্থিক অস্তিত্ব এবং তার নিত্যত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে হবে। চিন্ময় অস্তিত্বের নিত্যত্ব যথাযথভাবে জানতে হলে স্বেচ্ছায় যতখানি সম্ভব কম সঞ্চয় এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য ন্যূনতম আবশ্যকতা পূর্ণ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সঞ্চয় করা উচিত। কৃত্রিমভাবে জীবনের আবশ্যকতাগুলি বৃদ্ধি না করে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কৃত্রিম আবশ্যকতা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ। মানব সভ্যতার বর্তমান প্রগতি এই ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনের সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা হচ্ছে আত্মার সভ্যতা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ভিত্তিতে যে মানব সভ্যতা তা পশুদের সমতুল্য, কেননা পশুরা তাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের অধিক আর কিছু জানে না। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে মন। মনোধর্মভিত্তিক যে সভ্যতা তাও সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট স্তর নয়, কেননা মনের ঊর্ধ্বে রয়েছে বুদ্ধি। আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের এই বুদ্ধির সভ্যতা সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রদান করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের সভ্যতা, মনের সভ্যতা, বুদ্ধির সভ্যতা এবং আত্মার সভ্যতার ভিত্তিতে মানব সভ্যতা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মুখ্যত মানুষের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা মানুষকে চিন্ময় আত্মার বিকাশের পথে পরিচালিত করেছে। আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পূর্ণ মানব সভ্যতা যা আত্মার সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব প্রদান করছে। মানুষ যখন আত্মার সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়, তখন সে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করে, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্ধামের প্রাথমিক তত্ত্ব হচ্ছে যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতের মতো সেই জগতকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। আর দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক সভ্যতা অনুসরণ করার ফলে বা ভক্তিযোগের অনুশীলন করার ফলে জীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তখন মানুষ আত্মার স্থায়ী রূপে স্থিত হয়ে ভগবানের দিব্য প্রেমভক্তির পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ভৌতিক সম্পত্তির বিনিময়ে আত্মার সভ্যতা লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। স্বর্গের আধিপত্য, যা তিনি তাঁর জাগতিক শক্তির দ্বারা লাভ করেছিলেন, ভগবানের সাম্রাজ্যের তুলনায় তা তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন।

যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড় সভ্যতার আরাম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য বলি মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা, যিনি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জড়জাগতিক বলবীর্যের বিনিময়ে ভগবদ্ধাম লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তুভ্যং চ নারদ ভৃশং ভগবান বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধুপরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানং চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥

তুভ্যম্—তোমাকে; **চ**—ও; **নারদ**—হে নারদ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; **ভগবান**—শ্রীভগবান; **বিবৃদ্ধ**—বিকশিত; **ভাবেন**—দিব্য প্রেমের দ্বারা; **সাধু**—সাধুরূপ তুমি; **পরিতুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **উবাচ**—বর্ণনা করেছ; **যোগম্**—সেবা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—ও; **ভাগবতম্**—ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান; **আত্ম**—আত্মা; **সতত্ত্ব**—সমস্ত বিবরণসহ; **দীপম্**—অন্ধকারে আলোকের মতো; **যৎ**—যা; **বাসুদেব-শরণা**; যাঁরা বাসুদেবের শরণাগত; **বিদুঃ**—তাদের জানেন; **অঞ্জসা**—খুব ভালভাবে; **এব**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

হে নারদ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিযোগ এবং ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তরাই কেবল সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্ত এবং ভক্তি পদ দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভগবানের ভক্ত না হলে ভক্তির সম্পূর্ণ রহস্য জানা যায় না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্লেষণ করেছিলেন; কেননা অর্জুন তাঁর বন্ধু ছিলেন বলে নয়, পক্ষান্তরে তাঁর এক মহান ভক্ত ছিলেন বলে। সমস্ত জীব স্বরূপত পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে আংশিকভাবে তাদের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রবেশ করার প্রাথমিক যোগ্যতা হচ্ছে যাঁরা ইতিমধ্যে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করা। এই প্রকার ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতা করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জানতে পারেন, এবং তা জানার মাত্রা অনুসারে তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই বিশুদ্ধিকরণের পন্থা ভক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্বাদ প্রদান করে। এইভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তির প্রতি প্রকৃত আসক্তি লাভ করেন এবং তার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রেমের পূর্ববর্তী স্তর *ভাবদশা* প্রাপ্ত হন।

ভগবদ্ভক্তির এই জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ভগবদ্ভক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তা সম্পাদন করার জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ভগবান, তাঁর সৌন্দর্য, যশ, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা এবং যে সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী প্রেম বিনিময়ের জন্য তাঁর প্রতি জীবকে আকৃষ্ট করে, তার বর্ণনা করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে এই স্বাভাবিক প্রবণতা কৃত্রিমভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, শ্রীমদ্ভাগবত এই কৃত্রিম আবরণ উন্মোচন করার জন্য যথাযথভাবে সাহায্য করেন। তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত জ্ঞানের বর্তিকাস্বরূপ ক্রিয়া করে। চিন্ময় জ্ঞানের এই দুটি বিভাগ বৈষ্ণবের শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে যে বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সেই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্লোক ২০

চক্রং চ দিক্ষ্ববিহতং দশসু স্বতেজো
মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্তিং
সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥ ২০ ॥

চক্রম্—ভগবানের সুদর্শন চক্র ; **চ**—ও ; **দিক্ষু**—সর্বদিকে ; **অবিহতম্**—বাধপ্রাপ্ত না হয়ে ; **দশসু**—দশদিক ; **স্বতেজঃ**—স্বীয়শক্তি ; **মন্বন্তরেষু**—বিভিন্ন মন্বন্তর অবতারে ; **মনু-বংশ-ধরঃ**—মনুর বংশধররূপে ; **বিভর্তি**—শাসন করেন ; **দুষ্টেষু**—দুষ্কৃতকারীদের ; **রাজসু**—সেইপ্রকার রাজাদের ; **দমম্**—দমন ; **ব্যদধাৎ**—অনুষ্ঠান করেছেন ; **স্বকীর্তিম্**—স্বীয় কীর্তি ; **সত্যে**—সত্যলোকে ; **ত্রি-পৃষ্ঠে**—ত্রিভুবনে ; **উশতীম্**—মহিমান্বিত ; **প্রথয়ন্**—প্রতিষ্ঠিত ; **চরিত্রৈঃ**—চারিত্রিক গুণাবলী।

অনুবাদ

মন্বন্তর অবতারে ভগবান মনুর বংশধররূপে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুষ্কৃতকারী রাজাদের দমন করেন। সর্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে তাঁর রাজ্য শাসনের মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনেরও উর্ধ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকেও বিস্তার লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

আমরা ইতিপূর্বে প্রথম স্কন্ধে মন্বন্তর অবতারের কথা আলোচনা করেছি। ব্রহ্মার একদিনে একে একে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এইভাবে ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ জন মনু এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনুর আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মার আয়ু তাঁর গণনায় একশ' বছর, অর্থাৎ একজন ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪,০০০ জন মনু আসেন। অসংখ্য ব্রহ্মা

রয়েছেন এবং তাঁদের আয়ুষ্কাল কেবল মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস মাত্র। অতএব আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি সমগ্র জড় জগতে, যা হচ্ছে ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র, ভগবানের অবতারেরা কিভাবে কার্য করছেন।

মন্বন্তর অবতারেরা চক্রধারী শ্রীভগবানেরই সমান শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন লোকের দুষ্ট শাসকদের দণ্ডদান করেন। মন্বন্তর অবতারেরা ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন।

শ্লোক ২১

ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ
আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য লোকে ॥ ২১ ॥

ধন্বন্তরিঃ—ধন্বন্তরি নামক ভগবানের অবতার; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়মেব**—তিনি স্বয়ং; **কীর্তিঃ**—মূর্তিমান যশ; **নাম্না**—নামক; **নৃণাম্পুরুরুজাং**—রোগগ্রস্ত জীবদের; **রুজঃ**—রোগ; **আশু**—অতি শীঘ্র; **হন্তি**—নিরাময় করে; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **চ**—ও; **ভাগম্**—ভাগ; **অমৃত**—অমৃত; **আয়ুঃ**—আয়ুষ্কাল; **অব**—থেকে; **অবরুন্ধে**—লাভ করেন; **আয়ুষ্য**—আয়ুর; **বেদম্**—জ্ঞান; **অনুশাস্তি**—পরিচালনা করে; **অবতীর্য**—অবতীর্ণ হয়ে; **লোকে**—এই ব্রহ্মাণ্ডে।

অনুবাদ

ভগবান ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর রুগ্ন জীবদের তাঁর স্বীয় কীর্তির দ্বারা অচিরেই রোগ নিরাময় করেন এবং তার প্রভাবেই দেবতারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিরন্তর মহিমান্বিত হন। পূর্বে দৈত্যদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর বিষয়ক বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান থেকে সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে; এবং এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভগবান ধন্বন্তরি অবতারে চিকিৎসা-শাস্ত্র বা আয়ুর্বেদেরও প্রবর্তন করেছেন এবং এই জ্ঞান বেদে সংরক্ষিত হয়েছে। বেদ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং তাই জীবের রোগ নিরাময়ের জ্ঞানও আয়ুর্বেদ রূপে তাতে রয়েছে। দেহধারী জীব তার দেহের গঠনমাত্রই রোগাক্রান্ত। দেহ হচ্ছে রোগের প্রতীক। বিভিন্ন ব্যক্তির রোগ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর মতো রোগও প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় কেবল দেহ এবং মনের রোগেরই নিরাময় হয় না, পক্ষান্তরে আত্মাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তরূপী ভবরোগ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবানের আর এক নাম ভবৌষধি, অর্থাৎ সমস্ত ভবরোগ নিরাময়ের উৎস হচ্ছেন তিনি।

শ্লোক ২২

ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা
ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিতপথং নরকার্তিলিপ্সু।
উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য-
স্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধারপরশ্বধেন ॥ ২২ ॥

ক্ষত্রম্—ক্ষত্রিয়; **ক্ষয়ায়**—ক্ষয় সাধন করার জন্য; **বিধিনা**—দৈবের দ্বারা; **উপভৃতম্**—আয়তনে বর্ধিত হয়েছিল; **মহাত্মা**—মহান ঋষি পরশুরামরূপী ভগবান; **ব্রহ্মধ্রুক্**—ব্রহ্মের পরম সত্য; **উজ্ঝিত-পথম্**—পরম সত্যের মার্গ ত্যাগকারী; **নরকার্তি- লিপ্সু**—নরক যাতনা ভোগাকাঙ্ক্ষী; **উদ্ধন্তি**—সংশোধন করেন; **অসৌ**—এই সমস্ত; অবনিকণ্টকম্—পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ; **উগ্রবীর্যঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ত্রিঃ-সপ্ত**—একুশবার; **কৃত্বঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **উরুধার**—তীক্ষ্ণধার; **পরশ্বধেন**—কুঠারের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন ক্ষত্রিয় নামধারী শাসকেরা পরম সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের অভিলাষী হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপসেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অংশে, এই গ্রহে অথবা অন্যান্য গ্রহে, ক্ষত্রিয় বা শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে প্রজাদের ভগবদুপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। প্রতিটি রাষ্ট্র এবং তার শাসকবর্গের শাসন-ব্যবস্থা নির্বিশেষে, তা রাজতন্ত্র হোক বা গণতন্ত্র হোক অথবা যৌথ শাসন বা এক নায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্র হোক, প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে প্রজাদের ভগবদুপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। এটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এবং পিতা, গুরু এবং চরমে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রজাদের পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই, পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে যে সমস্ত জীব অধঃপতিত হয়েছে তাদের পুনরায় চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জড়া প্রকৃতির শক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে নিরন্তর দুঃখ-কষ্টের নারকীয় অবস্থায় নিয়ে

যায়। যারা বদ্ধ জীবনের নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বলা হয় *ব্রহ্মোজ্ঝিতপথ* বা পরম সত্যের পন্থা বিরোধী, এবং তাই তারা দণ্ডনীয়। ভগবানের অবতার পরশুরাম এইরকমই বিকট পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং একুশবার এই সমস্ত দুষ্কৃতকারী রাজাদের সংহার করেছিলেন। বহু ক্ষত্রিয় রাজা তখন ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পালিয়ে গিয়েছিল। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে মিশরের রাজারা হচ্ছে পরশুরামের ভয়ে ভারতবর্ষ থেকে পলায়নকারী প্রবাসী ক্ষত্রিয়। রাজা বা শাসকবর্গ যখন ভগবদ্বিমুখ হয়ে নাস্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করে, তখন তারা এইভাবে দণ্ড ভোগ করে। সেইটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান ভগবানের ব্যবস্থা।

শ্লোক ২৩

অস্মৎ প্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ
ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ
যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩ ॥

অস্মৎ—আমাদের, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত ; **প্রসাদ**— অহৈতুকী কৃপা ; **সমুখঃ**—এইভাবে সদয় হয়ে ; **কলয়া**— তাঁর অংশের বিস্তারের দ্বারা ; **কলেশঃ**—সমস্ত শক্তির অধীশ্বর ; **ইক্ষ্বাকু**—সূর্য বংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু ; **বংশে**—বংশে ; **অবতীর্য**—অবতরণ করে ; **গুরোঃ**—পিতা বা গুরুর ; **নিদেশে**—নির্দেশ অনুসারে ; **তিষ্ঠন্**—অবস্থান করেছিলেন ; **বনম্**—বনে ; **স-দয়িতা-অনুজঃ**—তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন ; **যস্মিন্**—যাঁকে ; **বিরুধ্য**—বিরুদ্ধাচরণ করে ; **দশকন্ধর**—দশমুণ্ড রাবণ ; **আর্তিম**—মহাকষ্ট ; **আর্চ্ছৎ**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশে অন্তরঙ্গা-শক্তি সীতাদেবীর পতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণ তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তার ফলে চরমে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর ভাই ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন হচ্ছেন তাঁর অংশ। এই চার ভাই হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব এবং তাঁরা কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষ

নন। রামায়ণের বহু অসৎ এবং অজ্ঞানী টীকাকার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সাধারণ জীবাত্মা বলে বর্ণনা করে। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সবচাইতে প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর ভাইয়েরা হচ্ছেন তাঁর অংশ-প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন বাসুদেবের অবতার, লক্ষ্মণ সঙ্কর্ষণের অবতার, ভরত প্রদ্যুম্নের অবতার এবং শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধের অবতার। এইভাবে তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ। লক্ষ্মী সীতাদেবী ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি। তিনি কোন সাধারণ স্ত্রী নন অথবা দুর্গার অবতার নন। দুর্গা হচ্ছেন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এবং তিনি শিবের সঙ্গিনী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান অবতরণ করেন, তেমনই এক পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রকাশ, ভ্রাতাদের এবং লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে গৃহত্যাগ করে বনে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং ভগবান তাঁর পিতার আদর্শ পুত্ররূপে, অযোধ্যার যুবরাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ঠিক পরেই তাঁর সেই আজ্ঞা পালন করেছিলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং তাঁর নিত্য সঙ্গিনী সীতাদেবী তাঁর সঙ্গে বনবাসী হতে বাসনা করেছিলেন। ভগবান তাঁদের উভয়েরই ইচ্ছার সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের নিয়ে দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ বছর বনবাসী হয়েছিলেন। বনে বাস করার সময় রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের কলহ হয় এবং তার ফলে রাবণ ভগবানের নিত্য সহচরী সীতাদেবীকে অপহরণ করে। চরমে মহাশক্তিশালী রাবণ তার রাজ্য এবং পরিবারসহ বিনষ্ট হয় এবং এইভাবে সেই কলহের সমাপ্তি হয়।

সীতাদেবী হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী, এবং কোন অবস্থাতেই তিনি কোন জীবের ভোক্তা নন। জীবের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্র সহ তাঁর পূজা করা। রাবণের মতো জড়বাদী মানুষেরা এই মহান সত্য বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনা করে মহা অপরাধ করে এবং তার ফলে গভীর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যে সমস্ত জড়বাদীরা জড় ঐশ্বর্য ও জড় সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তাদের রামায়ণ থেকে এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ অস্বীকার করে তাঁর প্রকৃতিকে শোষণ করার পন্থা হচ্ছে রাবণের পন্থা। জাগতিক বিচারে রাবণ এতই উন্নত ছিল যে সে তার রাজধানী লঙ্কাকে সোনা দিয়ে বানিয়েছিল। কিন্তু সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরমেশ্বরত্ব স্বীকার না করে তাঁকে অবমাননা করে তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিল ও তার ফলে রাবণ ভগবানের হস্তে নিহত হয় এবং তার সমস্ত ঐশ্বর্য এবং পরাক্রম নষ্ট হয়ে যায়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার, এবং তাই এই শ্লোকে তাঁকে *কলেশঃ* বা সমস্ত ঐশ্বর্যের ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো
মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্দিধক্ষোঃ ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা
তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥

যস্মৈ—যাকে ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন ; **উদধিঃ**—বিশাল ভারত মহাসাগর ; **উঢ়-ভয়**—ভয় ভীত হয়ে ; **অঙ্গ-বেপঃ**—কম্পিত কলেবরে ; **মার্গম্**—পথ ; **সপদি**—শীঘ্র ; **অরিপুরম্**—শত্রু নগরী ; **হর-বৎ**—হরের (মহাদেবের) ; **দিধক্ষোঃ**—ভস্মীভূত করার অভিপ্রায় ; **দূরে**—বহুদূরে ; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ বন্ধু ; **মথিত**—পীড়িত ; **রোষ**—ক্রুদ্ধ ; **সুশোন**—আরক্তিম ; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টির দ্বারা ; **তাতপ্যমান**—তাপের দ্বারা দগ্ধ ; **মকর**—মকর ; **উরগ**—সর্প ; **নক্র**—কুমীর ; **চক্রঃ**—বৃত্ত ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা সীতার বিরহে ব্যথিত হয়ে (ত্রিপুর দগ্ধ করতে ইচ্ছুক) মহাদেবের মতো ক্রোধে আরক্তিম নয়নে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তখন সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানের ক্রোধাগ্নির তাপে দগ্ধ হচ্ছিল।

তাৎপর্য

অন্যান্য জীবের মতো ভগবানেরও আবেগ রয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম উৎস এবং সমস্ত জীবেদের মধ্যে মুখ্য এবং আদি। তিনি সমস্ত নিত্যের মধ্যে নিত্য। তিনি হচ্ছেন প্রধান, এবং অন্য সকলে তাঁর উপর নির্ভরশীল। বহু নিত্য এক নিত্যের আশ্রিত, এবং সেই সূত্রে উভয় নিত্যই গুণগতভাবে এক। এই প্রকার ঐক্যের ফলে, উভয় নিত্যেরই স্বরূপে আবেগের সমস্ত অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু মুখ্য নিত্যের আবেগের পরিমাণ আশ্রিত নিত্যের আবেগ থেকে ভিন্ন। শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে যখন তাঁর চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হয়েছিল তখন তার তাপে সমগ্র সমুদ্র এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে সেই মহাসাগরের সমস্ত জলচর প্রাণীরা দগ্ধ হচ্ছিল এবং মূর্তিমান সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে ভগবানকে শত্রুর নগরীতে যাওয়ার পথ করে দিয়েছিল। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের এই উগ্রভাব অস্বীকার করবে, কেননা তারা ভগবানের পূর্ণতা স্বীকার করতে চায় না। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব তাই নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে জড় অনুভূতির অনুরূপ ক্রোধের আবেগ তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। তাদের অল্প জ্ঞানের ফলে তারা বুঝতে পারে না যে পরম পুরুষের আবেগ সমস্ত জড় গুণ এবং আয়তনের ধারণার

অতীত। শ্রীরামচন্দ্রের আবেগ যদি প্রাকৃত হত তা হলে তা কিভাবে সমগ্র সমুদ্র এবং তার অধিবাসী সমস্ত প্রাণীদের এইভাবে বিচলিত করত ? এই জগতের কোন মানুষের ক্রোধে আরক্তিম দৃষ্টিপাতের ফলে কি কখনো মহাসাগর উত্তপ্ত হয় ? পরতত্ত্বের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ ধারণার পার্থক্য এই সমস্ত বিচারের দ্বারা নিরূপণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরম সত্য হচ্ছেন সবকিছুর উৎস, তাই অনিত্য জড় জগতে যে আবেগসমূহ প্রতিবিম্বিত হয় পরম পুরুষ সেই সমস্ত আবেগবিহীন হতে পারেন না। পক্ষান্তরে ক্রোধই হোক বা কৃপাই হোক, পরম পুরুষের যে বিভিন্ন ভাবের আবেগ দেখা যায় তা জড় জগতের প্রতিবিম্ব আবেগের থেকে গুণগতভাবে অভিন্ন, কেননা এই সমস্ত আবেগগুলি চিন্ময় স্তরের অনুভূতি। এই প্রকার আবেগসমূহ অবশ্যই পরম পুরুষে অনুপস্থিত নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা জড়জাগতিক বিচারের মাধ্যমে চিন্ময় জগতকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে গিয়ে করে থাকে।

শ্লোক ২৫

বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহ-
দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ উঢ়হাসম্ ।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্তুর্-
বিস্ফূর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে ॥ ২৫ ॥

বক্ষঃস্থল—বক্ষস্থল ; **স্পর্শ**—স্পর্শের দ্বারা ; **রুগ্ন**—ভগ্ন ; **মহা-ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র ; **বাহ**—বাহন ; **দন্তৈঃ**—দন্তের দ্বারা ; **বিড়ম্বিত**—আলোকিত ; **ককুব্জুষঃ**—দিক সমূহ সেবিত হয়েছিল ; **উঢ়হাসম্**—গর্বসূচক হাস্য ; **সদ্যঃ**—সহসা ; **অসুভিঃ**—প্রাণের দ্বারা ; **সহ**—সহ ; **বিনেষ্যতি**—সংহার করেছিলেন ; **দার-হর্তুঃ**—পত্নী অপহরণকারী ; **বিস্ফূর্জিতৈঃ**—ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা ; **ধনুষঃ**—ধনুক ; **উচ্চরতঃ**—দ্রুত বিচরণশীল ; **অধিসৈন্যে**—উভয় পক্ষের সৈন্য দলের মধ্যে।

অনুবাদ

রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হয়েছিল, এবং তাদের ভগ্ন অংশসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিকসমূহ আলোকিত হয়েছিল। রাবণ তখন তার শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অট্টহাস্য করতে করতে বিচরণ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরস্ত্রী হরণকারী রাবণের সেই হাস্যকে তাঁর ধনুকের টঙ্কার মাত্রই প্রাণের সঙ্গে বিনাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জীব যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান যখন তাকে দণ্ড দেন তখন কেউই তাকে

রক্ষা করতে পারে না। তেমনই জীব যতই দুর্বল হোক না কেন, ভগবান যদি তাকে রক্ষা করেন তাহলে কেউই তাকে বিনাশ করতে পারে না।

শ্লোক ২৬

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥

ভূমেঃ—সারা পৃথিবীর; **সুর-ইতর**—অসুর; **বরূথ**—সৈন্য সমূহ; **বিমর্দিতায়াঃ**—ভারের দ্বারা পীড়িত; **ক্লেশ**—দুঃখ দুর্দশা; **ব্যয়ায়**—অপনোদন করার জন্য; **কলয়া**—তার অংশসহ; **সিতকৃষ্ণ**—কেবল সুন্দরই নয় উপরন্তু কৃষ্ণবর্ণ; **কেশঃ**—চুল; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **করিষ্যতি**—করবেন; **জন**—জনসাধারণ; **অনুপলক্ষ্য**—কদাচিৎ যা দর্শন করা যায়; **মার্গঃ**—পথ; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **আত্ম মহিমা**—ভগবানের স্বীয় মহিমা; **উপনিবন্ধনানি**—সম্পর্কে।

অনুবাদ

পৃথিবী যখন অসুরস্বরূপ নৃপতিদের সৈন্যসমূহের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তখন সে ভার অপনোদনের জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামসহ ভগবান তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন। তাঁর মহিমা কেউই যথাযথভাবে অনুমান করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রথম অবতার বলদেবের আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়েই এক পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর সেই সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি নিজেকে অসংখ্যরূপে এবং শক্তিতে বিস্তার করতে পারেন; এবং সেই সমগ্র এককে বলা হয় পরম-ব্রহ্ম। ভগবানের এই প্রকার বিস্তার দুইভাগে বিভক্ত, যথা স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তাঁর নিজস্ব অংশকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং বিভিন্ন অংশকে বলা হয় জীবতত্ত্ব। এই প্রকার অংশবিস্তারে বলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার।

বিষ্ণু-পুরাণ এবং *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েরই প্রবীণ বয়সেও সুন্দর কালো চুল ছিল। ভগবানকে বলা হয় *অনুপলক্ষ্য-মার্গঃ* বা বৈদিক পরিভাষা অনুসারে *অবাঙ্-মনসা-গোচরঃ*, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বাক্য, মন বা দৃষ্টির সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁকে কখনো দেখা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৭/২৫) ভগবান বলেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ*— অর্থাৎ তিনি সকলের সমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করেন না। তাঁর শুদ্ধ ভক্তই কেবল তাঁকে তাঁর বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন, এবং এইরকম অসংখ্য লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণের উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে; সেই লক্ষণটি হচ্ছে ভগবান *সিতকৃষ্ণকেশঃ*, বা সর্বাবস্থাতেই তাঁর কেশদাম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েরই এইপ্রকার কেশ রয়েছে, এবং জাগতিক বিচারে প্রবীণ অবস্থাতেও তাঁদের রূপ ঠিক ষোল বছর বয়স্ক নবযুবকের মতো। সেইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ লক্ষণ। *ব্রহ্ম-সংহিতাতে*ও উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ বা পুরাণ-পুরুষ, তথাপি সর্বদাই তাঁকে দেখতে ঠিক একজন নব যুবকেব মতো। চিন্ময় শরীরের এইটি হচ্ছে লক্ষণ। জড় দেহ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু চিন্ময় শরীরে সেই লক্ষণগুলি অবর্তমান। বৈকুণ্ঠলোকে বাস করে যে সমস্ত জীবাত্মা, তাদেরও এই প্রকার সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর রয়েছে যা কখনো বার্ধক্যের কোন লক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে, যে সমস্ত বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে যমদূতদের কবল থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তাঁদের সকলেরই রূপ ছিল এই শ্লোকের বর্ণনার অনুরূপ, নবকিশোর রূপ। এইভাবে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে বৈকুণ্ঠে ভগবান এবং সেখানকার অন্য সমস্ত অধিবাসীদের শরীর চিন্ময়, এবং এই জগতের মানুষদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর আত্ম-মায়ার প্রভাবে চিন্ময় শরীরসহ আবির্ভূত হন যা বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। যারা বলে যে নির্গুণ ব্রহ্ম জড় দেহ ধারণ করে এই সংসারে প্রকট হন, তাদের সেই উক্তি অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়দেহ ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে চিন্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন। নির্গুণ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, এবং ভগবানের দেহ এবং ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন এই পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারী রাজন্যবর্গের ভার অপনোদন করার জন্য অবতরণ করেন? অবশ্যই এইপ্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের আসার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আসেন তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস প্রদর্শন করতে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/১৩-১৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের মহান ভক্ত, মহাত্মারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের চেতনার বৃত্তিকে ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের অভিমুখী করা। এইভাবে জাগতিক জীবেদের সঙ্গে সম্বন্ধিত ভগবানের কার্যকলাপ শুদ্ধ ভক্তদের আলোচনার বিষয় হয়।

শ্লোক ২৭

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্-
ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥

তোকেন—একটি শিশুর দ্বারা; **জীবহরণম্**—একটি জীবের সংহার; **যৎ**—যা; **উলূকিকায়াঃ**—বিশাল রাক্ষসী রূপ ধারণ করে; **ত্রৈমাসিকস্য**—তিনমাস বয়স্ক; **চ**—ও; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **শকটঃ অপবৃত্তঃ**—শকট উল্টে ফেলেছিল; **যৎ**—যিনি; **রিঙ্গতা**—হামাগুড়ি দেবার সময়; **অন্তরগতেন**—মধ্যে প্রবেশ করে; **দিবি**—গগন স্পর্শী; **স্পৃশোঃ**—স্পর্শ করে; **বা**—অথবা; **উন্মূলনম্**—উৎপাটিত করেছিলেন; **তু**—কিন্তু; **ইতরথা**—অন্য আর কে; **অর্জুনয়োঃ**—যমলার্জুনের; **ন ভাব্যম্**—সম্ভব ছিল না।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মাতৃক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র শিশুরূপে বিশাল শরীরা পুতনা রাক্ষসীর প্রাণবধ, তিনমাসের শিশু অবস্থায় পদাঘাতে শকট ভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে গমনপূর্বক গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের উৎপাটন, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব ?

তাৎপর্য

মনের জল্পনা-কল্পনা দ্বারা অথবা ভোট দিয়ে ভগবান তৈরি করা যায় না, যা আজকাল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা করছে। ভগবান চিরকালই ভগবান, এবং জীব সর্বাবস্থাতেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জীব অসংখ্য। এই সমস্ত জীবেরা ভগবান কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং সেটি হচ্ছে বেদের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাতৃক্রোড়স্থ শিশু, তখন পুতনা রাক্ষসী তাঁর মায়ের কাছে এসে শিশু কৃষ্ণকে তার কোলে নিতে চায়। পুতনা এসেছিল এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে, তাই মা যশোদা তার কোলে শিশুটিকে দিতে কোনরকম ইতস্তত করেননি। পুতনা এসেছিল তার স্তনে বিষ মাখিয়ে শিশুটিতে হত্যা করতে। কিন্তু ভগবানকে সে যখন তার স্তন দান করে তখন ভগবান তার স্তন পান করার মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু শুষে নেন, এবং প্রচণ্ড আর্তনাদ করে সেই রাক্ষসীর দেহটি তখন ভূপতিত হয়। কথিত হয় যে তার দেহটি ছিল তিন ক্রোশ দীর্ঘ। শ্রীকৃষ্ণ যদিও তিন ক্রোশ থেকেও দীর্ঘরূপে নিজেকে বিস্তার করতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি পুতনা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য তাঁকে তার মতো দীর্ঘ দেহ ধারণ করতে হয়নি। বামন অবতারে তিনি এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত

হয়েছিলেন, কিন্তু বলি মহারাজের প্রদত্ত ভূমি অধিকার করার জন্য তিনি তাঁর এক পদ লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তার করে ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে পদক্ষেপ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁর দেহের গঠন বিস্তার করার মতো একটি অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা মোটেই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁর মাতৃপ্রেমের জন্য তিনি তা করেননি। যশোদা যদি পুতনার ক্রোড়ে তাঁর পুত্রটিকে তিনক্রোশ বিস্তৃত হতে দেখতেন তা হলে তাঁর বাৎসল্য প্রেম আহত হত, কেননা তা হলে যশোদা দেবী জানতে পারতেন যে তাঁর তথাকথিত পুত্র কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানতে পারলে যশোদা মায়ের কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক বাৎসল্য প্রেম বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতৃক্রোড়ে শিশু অবস্থায় অথবা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আচ্ছাদনকারী বামনদেবরূপে সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। তাঁকে কঠোর তপস্যা করে ভগবান হতে হয় না, যদিও কিছু মানুষ সেইভাবে ভগবান হতে চায়। কঠোর তপস্যা করে কখনো ভগবান হওয়া যায় না বা ভগবানের সমকক্ষ হওয়া যায় না, তবে ভগবানের দিব্য গুণাবলী বহুলাংশে অর্জন করা যায়। জীব বহুল পরিমাণে দিব্য গুণাবলী অর্জন করতে পারে, কিন্তু সে কখনো ভগবান হতে পারে না। অথচ শ্রীকৃষ্ণ কোনরকম তপস্যা না করেই তাঁর মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপেই হোন অথবা পরিণত বয়সে অথবা তাঁর বৃদ্ধির যে কোন স্তরেই, সর্বাবস্থাতেই ভগবান।

তাঁর বয়স যখন মাত্র তিনমাস তখন তিনি শকটাসুরকে বধ করেছিলেন, যে যশোদা মায়ের গৃহে একটি শকটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর তিনি যখন শিশু অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, সেই সময় একদিন তাঁর মাকে গৃহকার্য সম্পাদনে বিরক্ত করার ফলে তাঁর মা তাঁকে একটি উদুখলে বেঁধে রেখেছিলেন; কিন্তু সেই দুরন্ত শিশুটি হামাগুড়িদিতে দিতে সেই উদুখলটিকে টানতে টানতে যশোদা মায়ের অঙ্গনে দুটি অতি উচ্চ অর্জুন বৃক্ষের মাঝখানে নিয়ে যান এবং সেই উদুখলটি গাছ দুটির মাঝখানে যখন আটকে যায় তখন তার টানে প্রচণ্ড শব্দ করে সেই গাছ দুটি ভূপতিত হয়। মা যশোদা যখন সেই ঘটনাটি ঘটতে দেখেন তখন তিনি মনে করেন যে ভগবানের কৃপায় সেই বিরাট গাছ দুটি ভূপতিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শিশুটি রক্ষা পেয়ে গেছে। তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে তাঁর শিশু সন্তানটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়ে সে এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এমনই হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের বিনিময়। মা যশোদা ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে চেয়েছিলেন এবং ভগবান ঠিক একটি শিশুর মতো তাঁর ক্রোড়ে লীলাবিলাস করেছিলেন, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয়েছিল তখনই তিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। এইপ্রকার লীলার মাধুর্য হচ্ছে যে ভগবান সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। সেই বিশাল অর্জুন বৃক্ষ দুটি উৎপাটনের উদ্দেশ্য ছিল নারদমুনি কর্তৃক অভিশপ্ত কুবেরের দুই পুত্রকে উদ্ধার করা, এবং সেই সঙ্গে মা যশোদার অঙ্গনে একটি হামাগুড়িরত শিশুর মতো খেলা

করা। তাঁর অঙ্গনে ভগবানের এইপ্রকার কার্যকলাপ দর্শন করে মা যশোদা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।

ভগবান সর্ব অবস্থাতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিরাটরূপে অথবা ক্ষুদ্র রূপে লীলা-বিলাস করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূন বিষতোয়পীতান্
পালাংস্তজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্যবিলোলজিহ্বম্
উচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **ব্রজপশূন**—সেখানকার পশুদের; **বিষ-তোয়**—বিষাক্ত জল; **পীতান্**—যারা পান করেছিল; **পালাম্**—গোপালগণ; **তু**—ও; **অজীবয়ৎ**—পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; **অনুগ্রহদৃষ্টি**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **বৃষ্ট্যা**—বর্ষণের দ্বারা; **তৎ**—তা; **শুদ্ধয়ে**—পবিত্রীকরণেরজন্য; **অতি**—অত্যন্ত; **বিষবীর্য**—অত্যন্ত তীব্র বিষ; **বিলোল**—লৌল; **জিহ্বম্**—জিহ্বা; **উচ্চাটয়িষ্যৎ**—কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত; **উরগম্**—সর্পকে; **বিহরন্**—বিহার করতে করতে; **হ্রদিন্যাম্**—নদীতে।

অনুবাদ

যখন গোপ বালকেরা এবং তাদের পশুরা যমুনার বিষাক্ত জল পান করেছিল, ভগবান (তাঁর বাল্য অবস্থায়) তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে ঝাঁপ দিয়ে তিনি খেলার ছলে বিষের তরঙ্গ উদ্গীরণকারী কালীয় নাগকে দণ্ড দান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত কে এইপ্রকার অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে?

শ্লোক ২৯

তৎ কর্মদিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্য ॥ ২৯ ॥

তৎ—তা; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **দিব্য**—অলৌকিক; **ইব**—মতো; **যৎ**—যা; **নিশি**—রাত্রে; **নিঃশয়ানম্**—নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল; **দাবাগ্নিনা**—দাবানলের দ্বারা;

শুচিবনে—শুষ্ক অরণ্যে ; **পরিদহ্যমানে**—দগ্ধ হচ্ছিল ; **উন্নেষ্যতি**—উদ্ধার করবেন ; **ব্রজম্**—সমস্ত ব্রজবাসীদের ; **অতঃ**—অতএব ; **অবসিত**—নিশ্চিতভাবে ; **অন্তকালম্**—জীবনের অন্তিম সময়ে ; **নেত্রে**—চোখে ; **পিধাপ্য**—কেবল নিমীলনের দ্বারা ; **সবল**—বলদেব সহ ; **অনধিগম্য**—অগাধ ; **বীর্য**—পরাক্রম।

অনুবাদ

কালীয় নাগকে দণ্ড দান করার পর সেই রাত্রেই যখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন, তখন শুষ্ক পাতা থেকে বনে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ার জন্য ব্রজবাসীদের জীবন সংশয় হয়ে উঠলে ভগবান বলদেবসহ কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলন করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এমনই অলৌকিক ভগবানের কার্যকলাপ।

তাৎপর্য

যদিও এই শ্লোকে ভগবানের কার্যকলাপ অলৌকিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অলৌকিক এবং এখানেই সাধারণ জীবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। বিশাল অর্জুন বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন এবং কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলনের দ্বারা দাবানল নির্বাপণ, অবশ্য যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ কেবল আশ্চর্যজনকই নয়, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই অলৌকিক, এবং সেকথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। যিনি ভগবানের দিব্য এবং অলৌকিক কার্যকলাপ বুঝতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জড় দেহ ত্যাগের পর তিনি ভগবানের ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৩০

গৃহীত যদ্ যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সংবীক্ষ্যশঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥ ৩০ ॥

গৃহীত—গ্রহণ করে ; **যৎ**—যা কিছু ; **উপবন্ধম্**—বন্ধনরজ্জু ; **অমুষ্য**—তাঁর ; **মাতা**—মাতা ; **শুল্বম্**—রজ্জু ; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের ; **ন**—না ; **তু**—তা সত্ত্বেও ; **তত্তৎ**—ক্রমশঃ ; **অমুষ্য**—তাঁর ; **মাতি**—পর্যাপ্ত ছিল ; **যৎ**—যা ; **জৃম্ভতঃ**—মুখ ব্যাদন করলে ; **অস্য**—তাঁর ; **বদনে**—মুখে ; **ভুবনানি**—ভুবন সমূহ ; **গোপী**—গোপ রমণী ; **সংবীক্ষ্য**—এইভাবে দর্শন করে ; **শঙ্কিত মনাঃ**—মনে মনে আশঙ্কিত ছিলেন ; **প্রতিবোধিতা**—অন্যভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন ; **আসীৎ**—করা হয়েছিল।

অনুবাদ

গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা) যখন প্রচুর রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বন্ধন করার পক্ষে সে সমস্ত রজ্জুই অপর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেই প্রয়াস ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে জৃম্ভন করার ছলে তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন ; তখন তাঁর মা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের যোগমায়ার প্রভাবে তিনি ভিন্নভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একদিন দুরন্ত শিশু কৃষ্ণ যখন তাঁর মা যশোদাকে বিরক্ত করছিলেন, তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর মা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত দড়ি একত্রিত করা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁধার পক্ষে তা অপ্রতুল হল। এইভাবে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন ; স্নেহময়ী মাতা তাঁর পুত্রের মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখতে পেয়েছিলেন। মা যশোদা তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর বাৎসল্য স্নেহের প্রভাবে তিনি মনে করেছিলেন যে সর্বশক্তিমান ভগবান নারায়ণ কৃপাপূর্বক তাঁর পুত্রকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করছেন, এবং তাঁরই কৃপাতে তিনি এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহের প্রভাবে তিনি কখনো ভাবতে পারেননি যে তাঁর পুত্রই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ। এইটি হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়ার প্রভাব, যা ভগবানের বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলার পুষ্টি সাধন করেন। ভগবান ব্যতীত আর কার পক্ষে এই প্রকার অদ্ভুত লীলা-বিলাস করা সম্ভব ?

শ্লোক ৩১

নন্দং চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্
গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ৩১ ॥

নন্দম্—(শ্রীকৃষ্ণের পিতা) নন্দকে ; **চ**—ও ; **মোক্ষ্যতি**—রক্ষা করেন ; **ভয়াৎ**— ভয় থেকে ; **বরুণস্য**—জলের দেবতা বরুণের ; **পাশাৎ**—পাশ থেকে ; **গোপান্**—গোপগণ ; **বিলেষু**—পর্বতের গুহায় ; **পিহিতান্**—স্থাপিত ; **ময়সূনুনা**—ময়ের পুত্রের দ্বারা ; **চ**—ও ; **অহনি-আপৃতম্**—দিনের বেলায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার ফলে ; **নিশি**—রাত্রে ; **শয়ানম্**—শয়ন করে ; **অতিশ্রমেণ**—অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে ; **লোকম্**—

লোক ; **বিকুণ্ঠম্**—বৈকুণ্ঠ ; **উপনেষ্যতি**—প্রদান করেছিলেন ; **গোকুলম্**—সর্বোচ্চ লোক ; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে বরুণপাশের ভয় থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ময়দানবের পুত্র যখন গোপবালকদের পর্বতের গুহায় আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রজবাসীরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার ফলে রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিজ্জগতের সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরস্কৃত করতেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজ যখন ভ্রান্তিবশত নিশা অবসান হয়েছে মনে করে গভীর রাত্রে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য বরুণদেব তাঁকে বরুণলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসনা ছিল যে যখন তাঁর পিতাকে মুক্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসবেন, তখন তিনি তাঁকে দর্শন করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে বরুণদেব নন্দ মহারাজকে বন্দী করেননি, কেননা ব্রজবাসীরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভক্তিযোগের সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন। তাঁদের কোনরকম জড়জাগতিক দুঃখ-কষ্টের ভয় থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে দিব্য প্রেমে ভগবানের কাছে পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়ার ফলে যখন ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়, তখন জড়া প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রজবাসীরা দিনের বেলায় অত্যন্ত ব্যস্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম করতেন, এবং তার ফলে রাত্রে তাঁরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন। তাই ধ্যান করার অথবা অন্য কোনপ্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সময় তাঁদের ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত ছিলেন। তাঁরা যা কিছু করতেন তা সবই ছিল চিন্ময়, কেননা তা সবই সম্পাদিত হত শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাই তাঁদের তথাকথিত জাগতিক কার্যকলাপ চিন্ময় শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার সুফল। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার সমস্ত কার্য ভগবানের নিমিত্ত সম্পাদন করা এবং তার ফলে তার সমস্ত কার্যকলাপ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়, সর্বোচ্চ স্তরের চিন্ময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩২

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া বিরক্ষুঃ।

ধর্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥

গোপৈঃ—গোপগণের দ্বারা; **মখে**—দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞ; **প্রতিহতে**—বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে; **ব্রজবিপ্লবায়**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী ব্রজভূমির অস্তিত্ব বিনাশ করার জন্য; **দেবে**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক; **অভিবর্ষতি**—মুষলধারায় বারি বর্ষণের ফলে; **পশূন**—পশুগণ; **কৃপয়া**—তাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **বিরক্ষু**—তাদের রক্ষা করার বাসনা করেছিলেন; **ধর্ত**—ধারণ করে; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছাতার মতো উৎপাটন করেছিলেন; **ইব**—সদৃশ; **সপ্তদিনানি**—একাদিক্রমে সাতদিন; **সপ্ত-বর্ষঃ**—যদিও তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর; **মহীধ্রম্**—গোবর্ধন পর্বত; **অনঘ**—বিনা শ্রমে; **এক-করে**—কেবল এক হাতে; **সলীলম্**—লীলাচ্ছলে।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের গোপেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নিরন্তর মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকলে বৃন্দাবন ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ পশুদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতার মতো এক হাতে ধারণ করে ছিলেন।

তাৎপর্য

শিশুরা সাধারণত ব্যাঙের ছাতা নিয়ে খেলা করে, আর শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন কেবল সাত বছর তখন তিনি গোবর্ধন পর্বতকে উৎপাটিত করে এক হাতে সাতদিন ব্যাঙের ছাতার মতো ধারণ করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন ইন্দ্রের কোপ থেকে বৃন্দাবনের পশু এবং অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বৈদিক শাস্ত্রে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদের উচ্চতর অধিকারীদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করা। দেবতারা হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের পূজা করা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করার পন্থা। কিন্তু কেউ যখন সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁর দেবতাদের পূজা করার অথবা তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিবাসীদের উপদেশ দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করতে কিন্তু ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় না জেনে ইন্দ্র ব্রজবাসীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর স্বীয়

শক্তির প্রভাবে ব্রজবাসীদের এবং ব্রজপশুদের রক্ষা করে প্রমাণ করেন যে যাঁরা ভক্তরূপে তাঁর সেবায় যুক্ত তাঁদের দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধানের কোন প্রয়োজন থাকে না, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবের মতো শক্তিশালী দেবতাদেরও নয়। এইভাবে এই ঘটনাটির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সর্ব অবস্থাতেই, তা সে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপেই হোন অথবা সাত বছরের বালকরূপেই হোন বা ১২৫ বছরের বৃদ্ধ রূপেই হোন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান। তিনি কোন অবস্থাতেই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রূপ ছিল ঠিক একটি ষোল বছর বয়স্ক যুবকের মতো। ভগবানের দিব্য শরীরের এগুলি হচ্ছে বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ৩৩

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্ধধূনাং
হর্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

ক্রীড়ন্—লীলা-বিলাস করার সময়; **বনে**—বৃন্দাবনের বনে; **নিশি**—রাত্রি; **নিশাকর**—চন্দ্র; **রশ্মিগৌর্যাম্**—শুভ্র চন্দ্রকিরণ; **রাস-উন্মুখঃ**—রাসনৃত্য করতে অভিলাষী; **কলপদায়ত**—মধুর সঙ্গীত; **মূর্চ্ছিতেন**—এবং ছন্দোময় বাদ্যসহ; **উদ্দীপিত**—জাগরিত; **স্মররুজাম্**—কামেচ্ছা; **ব্রজভৃৎ**—ব্রজবাসীগণ; **বধূনাম্**—পত্নীদের; **হর্তুঃ**—হরণকারীর; **হরিষ্যতি**—বিনাশ করবে; **শিরঃ**—মস্তক; **ধনদ-অনুগস্য**—কুবেরের অনুগামীদের।

অনুবাদ

ভগবান যখন শুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিশিতে বৃন্দাবনের বনে মধুর সঙ্গীতের দ্বারা ব্রজবধূদের কামপীড়া উদ্দীপিত করে রাসনৃত্য করতে উন্মুখ হবেন, তখন ধনাঢ্য কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক দৈত্য সেই ব্রজরমণীদের হরণ করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার ধড় থেকে মস্তকটি ছেদন করবেন।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রহ্মা নারদকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক যে ঘটনাগুলির কথা বলছেন সেগুলি ঘটবে ভবিষ্যতে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময়। যাঁরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাঁরা ভগবানের সমস্ত লীলা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। সেইরকম একজন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হওয়ার ফলে ব্রহ্মাজী ভগবানের লীলা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। ভগবান কর্তৃক শঙ্খচূড় বধ

সাম্প্রতিক ঘটনা, যা রাসলীলার পরে হয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে দাবানল নির্বাপণের বর্ণনা কালীয়দমন লীলার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তেমনই রাসনৃত্য এবং শঙ্খচূড়-বধ এখানে একসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আপাত বিরোধের মীমাংসা হচ্ছে যে এইসমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে ভবিষ্যতে, ব্রহ্মাজী নারদকে যখন সেগুলি বলেছিলেন তারপরে। ভগবান শঙ্খচূড়কে বধ করেছিলেন ফাল্গুন মাসে তাঁর *হোরিকা* লীলার সময়, ভারতবর্ষে এখনও ভগবানের সেই লীলা হোলি নামে বিখ্যাত, এবং সেই উৎসবের আগের দিন শঙ্খচূড়ের প্রতিমূর্তি জ্বালান হয়।

ভবিষ্যতে ভগবান এবং তাঁর অবতারদের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণনা করা হয়। তাই যারা প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনা সম্বন্ধে অবগত, ছদ্মবেশে কপট অবতারেরা কখনো তাদের প্রতারণা করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪-৩৫

যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্বকুজবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষশম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম-
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

যে—সেইসমস্ত; **চ**—পূর্ণত; **প্রলম্ব**—প্রলম্ব নামক অসুর; **খর**—ধেনুকাসুর; **দর্দুর**—বকাসুর; **কেশী**—কেশী দানব; **অরিষ্ট**—অরিষ্টাসুর; **মল্ল**—কংসের সভায় একজন মল্ল; **ইভ**—কুবলয়াপীড়; **কংস**—শ্রীকৃষ্ণের মাতুল এবং মথুরার রাজা; **যবনাঃ**—পারস্য এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্তী অন্যান্য দেশের রাজা; **কপি**—দ্বিবিদ; **পৌণ্ড্রক-আদ্যাঃ**—পৌণ্ড্রক ইত্যাদি; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **শাল্ব**—রাজা শাল্ব; **কুজ**—নরকাসুর; **বল্বল**—রাজা বল্বল; **দন্তবক্র**—শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু শিশুপালের ভ্রাতা; **সপ্তোক্ষ**—রাজা সপ্তোক্ষ; **শম্বর**—শম্বরাসুর; **বিদূরথ**—রাজা বিদূরথ; **রুক্মিমুখ্যাঃ**—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর ভ্রাতা; **যে**—সেই সব; **বা**—অথবা; **মৃধে**—রণক্ষেত্রে; **সমিতিশালিন**—অত্যন্ত শক্তিমান; **আত্তচাপাঃ**—ধনুক এবং বাণে সুসজ্জিত; **কাম্বোজ**—কাম্বোজের রাজা; **মৎস্য**—দ্বারভাঙ্গার রাজা; **কুরু**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ; **সৃঞ্জয়**—রাজা সৃঞ্জয়; **কৈকয়-আদ্যাঃ**—কেকয়ের রাজা এবং অন্যেরা; **যাস্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **অদর্শনম্**—ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষ সাযুজ্য; **অলম্**—কি কথা; **বল**—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব; **পার্থ**—অর্জুন; **ভীম**—

দ্বিতীয় পাণ্ডব ; **ব্যাজ-আহ্বয়েন**— ছদ্মনামের দ্বারা ; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা ; নিলয়ম্—ধাম ; **তদীয়ম্**—তাঁর।

অনুবাদ

প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, অরিষ্ট, চাণুর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, যবন, নরকাসুর এবং পৌণ্ড্রকের মতো অসুরেরা তথা শাল্বের মতো মহারথী, দ্বিবিদ বানর এবং বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ, এবং রুক্মি প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজাগণ, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির সঙ্গে অথবা বলদেব, অর্জুন, ভীম ইত্যাদি নামে তাঁরই সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে। এইভাবে নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে অথবা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

জড় অথবা চিন্ময় উভয় জগতেরই সমস্ত প্রকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন শক্তি। ভগবান শ্রীবলদেব হচ্ছেন তাঁর প্রথম ব্যক্তিগত প্রকাশ এবং ভীম, অর্জুন আদি হচ্ছেন তাঁর পার্ষদ। ভগবান যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং শক্তিগণসহ আসেন। তাই প্রলম্ব আদি ভগবদ্বিদ্বেষী অসুর এবং অসুরসদৃশ মানুষেরা তখন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক অথবা তাঁর পার্ষদ কর্তৃক নিহত হয়। সেই সমস্ত বিষয় দশম স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। কিন্তু আমাদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে উপরোক্ত যে সমস্ত জীবদের নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা হয় ব্রহ্মজ্যোতিতে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে অথবা ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবিষ্ট হবে। সে কথা পূর্বেই ভীষ্মদেব (প্রথম স্কন্ধে) বিশ্লেষণ করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণ বা বলরামের হাতে নিহত হয়েছিল, তারা মৃত্যুর সময় তাদের মানসিক অবস্থা অনুসারে চিন্ময়পদ লাভ করেছে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা ভগবানকে কেবল একজন শক্তিমান ব্যক্তি বলে মনে করেছে, তারা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতো সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি এরকম লাভ হয়, তা হলে যাঁরা ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে ভক্তিসহকারে তাঁর সেবা করছেন, তাঁদের যে কি গতি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্লোক ৩৬

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃণাং
স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।

আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥

কালেন—কালক্রমে ; **মীলিত-ধিয়াম্**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ; **অবমৃশ্য**—অসুবিধা বিবেচনা করে ;**নৃণাম্**—জনসাধারণের ; **স্তোক-আয়ুষাম্**—অল্পায়ু মানুষদের ; **স্বনিগমঃ**—স্বরচিত বৈদিক সাহিত্য ; **বত**—ঠিক সেইভাবে ; **দূরপারঃ**—অত্যন্ত কঠিন ; **আবির্হিতঃ**—আবির্ভূত হয়ে ; **তু**—কিন্তু ; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে ; **স**—তিনি (ভগবান) ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে ; **বেদদ্রুমম্**—বেদরূপী কল্পবৃক্ষ ; **বিটপশঃ**—শাখার বিভাগের দ্বারা ; **বিভজিষ্যতি**—বিভক্ত করবেন ; **স্ম**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

কালক্রমে মানুষেরা যখন সঙ্কুচিত বুদ্ধি এবং অল্প আয়ুসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে বলে বিবেচনা করে ভগবান সত্যবতীর পুত্র (ব্যাসদেব) রূপে আবির্ভূত হয়ে যুগের পরিস্থিতি অনুসারে বেদরূপী কল্পবৃক্ষকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করবেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মা কলিযুগের অল্পায়ুসম্পন্ন মানুষদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবী সঙ্কলনের উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কেবল অল্পায়ুই হবে না, উপরন্তু ভগবদ্বিহীন হওয়ার ফলে বহু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উদ্বিগ্ন হবে। জড় দেহের ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উন্নতি সাধন জড়া প্রকৃতির নিয়মে তমোগুণের প্রভাব। জ্ঞানের প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধি। কিন্তু কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত তাদের মাত্র একশত বছরের আয়ু (যা প্রকৃত পক্ষে চল্লিশ থেকে ষাট বছরে পরিণত হয়েছে) সর্বস্ব বলে মনে করে। তারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা জীবনের নিত্যতা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই ; তারা চল্লিশ বছরের আয়ুসম্পন্ন অনিত্য জড় শরীরটিকে তাদের জীবনের মূল তত্ত্ব বলে মনে করে। শাস্ত্রে এই প্রকার মানুষদের গাধা এবং ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জীবের দয়াময় পিতারূপে পরমেশ্বর ভগবান বিপুল বৈদিক জ্ঞান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপে এবং পারমার্থিক স্নাতকদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করেন। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন প্রকার মানুষদের জন্য ব্যাসদেব পুরাণ এবং মহাভারতও রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির কোনটিই বৈদিক সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ৩৭

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং
পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং
বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্যম্ ॥ ৩৭ ॥

দেব-দ্বিষাম্—যারা ভগবানের ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; **নিগম**—বেদ; **বর্ত্মনি**—পথে; **নিষ্ঠিতানাম্**—ভালভাবে অবস্থিত; **পূর্ভিঃ**—ক্ষেপণাস্ত্র; **ময়েন**—ময় দানব কর্তৃক নির্মিত; **বিহিতাভিঃ**—নির্মিত; **অদৃশ্যতূর্ভিঃ**—আকাশমার্গে অদৃশ্য; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকসমূহ; **ঘ্নতাম্**—হত্যাকারীদের; **মতিবিমোহম্**—মানসিক মোহ; **অতিপ্রলোভম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **বেষম্**—বেশ; **বিধায়**—করে; **বহু ভাষ্যতে**—অনেক কিছু বলবে; **ঔপধর্ম্যম্**—উপধর্ম।

অনুবাদ

নাস্তিক অসুরেরা বৈদিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে, মহাবিজ্ঞানী ময়দানব কর্তৃক নির্মিত মহাকাশযানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি উপধর্ম প্রচার করবেন।

তাৎপর্য

ভগবান বুদ্ধের এই অবতার আধুনিক ইতিহাসে বর্ণিত বুদ্ধ অবতার নন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এই শ্লোকে যে বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অন্য এক কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক মনুর জীবনকালে বাহাত্তরেরও অধিক কলিযুগ হয়, এবং তাদেরই কোন একটি বিশেষ কলিযুগে এখানে যে বুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। মানুষ যখন অত্যন্ত জড়বাদী হয়ে ওঠে এবং সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মনীতির প্রচার করে, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেব যে অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন তা ধর্ম নয়, তা হচ্ছে ধার্মিক মানুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম, কেননা তার দ্বারা মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় অন্য কোন পশু অথবা জীবের অনিষ্ট সাধন না করতে; কেন না যে অন্যের ক্ষতি সাধন করে তারও ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি হয়। তবে এই অহিংসার নীতি শিক্ষালাভের পূর্বে আরো দুটি নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে হয়, এবং সেগুলি হচ্ছে বিনম্র এবং নিরভিমানী হওয়া। বিনম্র এবং নিরভিমানী না হলে হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অহিংস হওয়া যায় না। অহিংস হওয়ার পর সহিষ্ণুতা এবং সরলতা শিক্ষালাভ করতে হয়। মহান ধর্মোপদেশক পারমার্থিক নেতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা মানুষদের অবশ্য কর্তব্য। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম,

পরিবার এবং গৃহের প্রতি অনাসক্তি, ভগবানের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শিক্ষা লাভ করা মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। চরমে ভগবানকে স্বীকার করা এবং তাঁর ভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে তা ধর্ম নয়। ভগবানকে কেন্দ্র করেই ধর্ম, অন্যথায় সাধারণ নৈতিক উপদেশ উপধর্ম মাত্র। তা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়, ধর্মের আভাস মাত্র।

শ্লোক ৩৮

যর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন হরেঃ কথা স্যুঃ
পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র
শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে ॥ ৩৮ ॥

যর্হি—যখন তা ঘটবে; **আলয়েষু**—গৃহে; **অপি**—যদিও; **সতাম্**—সভ্য ব্যক্তি; **ন**—না; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কথা**—কথা; **স্যুঃ**—হবে; **পাষণ্ডিনঃ**—নাস্তিক; **দ্বিজজনা**—উচ্চতর তিনটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) বলে যারা ঘোষণা করে; **বৃষলা**—নিম্ন বর্ণের শূদ্র; **নৃদেবাঃ**—রাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ; **স্বাহা**—যজ্ঞের মন্ত্র; **স্বধা**—যজ্ঞের উপকরণ; **বষট্**—বৈদিক মন্ত্র; **ইতি**—এই সমস্ত; **স্ম**—হবে; **গিরঃ**—শব্দ; **ন**—কখনোই না; **যত্র**—কোনখানে; **শাস্তা**—দন্ডদাতা; **ভবিষ্যতি**—প্রকট হবেন; **কলেঃ**—কলিযুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যুগান্তে**—অন্তে।

অনুবাদ

তারপর কলিযুগের শেষে, যখন তথাকথিত সাধু এবং উচ্চতর তিন বর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত শূদ্র অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের হাতে ন্যস্ত হবে, এবং যখন স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবির্ভূত হবেন।

তাৎপর্য

এখানে এই কলিযুগের অন্তিম সময়ে জড় জগতের যে কি প্রচণ্ড দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হবে, তার লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে মানুষের ভগবদ্বৈমুখ্য। সেই সময়ে তথাকথিত সাধুসন্ত এবং সমাজের উচ্চতর বর্ণের মানুষেরাও, যাদের সাধারণত দ্বিজজন বলা হয়, তারাও পাষণ্ডী হয়ে যাবে। তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা আলোচনা করা তো দূরে থাক, ভগবানের দিব্য নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হবে। সমাজের উচ্চ বর্ণের বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা (ব্রাহ্মণেরা) সমাজের ভাগ্যবিধায়ক, প্রশাসক বর্গ (ক্ষত্রিয়েরা) সমাজের আইন ও

শৃঙ্খলার পরিচালক, আর উৎপাদনকারীগণ (বৈশ্যেরা) সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির সাধক। এই তিনটি উচ্চ বর্ণের মানুষদের যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা উচিত। সাধুসন্ত এবং সমাজের উচ্চতর বর্ণের মানুষদের মাহাত্ম্যের পরিচয় হচ্ছে তাদের ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, তাদের জন্ম বা উপাধি নয়। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যতীত এই সমস্ত উপাধি কেবল মৃত শরীরের অলঙ্কারের মতো। যখন সমাজে এই প্রকার অলঙ্করণই প্রাধান্য লাভ করে, তখন মানুষের জীবনে নানাপ্রকার বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়ে মানব সমাজের শান্তি ব্যাহত করে। সমাজের উচ্চ বর্ণে যখন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাব হয়, তখন মানুষ নিজেকে *দ্বিজজন* বলে পরিচয় দিতে পারে না। *দ্বিজ* শব্দটির প্রকৃত অর্থ এই মহান শাস্ত্রের বহু স্থানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এখানেও পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে পিতামাতার দৈহিক মিলনের ফলে যে জন্ম হয় তা পশু জন্ম। কিন্তু এই পশু জন্ম এবং আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারটি পশু-প্রবৃত্তি সমন্বিত (পারমার্থিক তত্ত্ববিজ্ঞান বিহীন) যে জীবন তা হচ্ছে শূদ্রের জীবন বা নিম্ন স্তরের মানুষের অসভ্য জীবন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের মানব সমাজের প্রশাসনিক শক্তি অসংস্কৃত, ভগবদ্বিহীন শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে হস্তান্তরিত হবে, এবং তার ফলে বৃষলারা বা অসংস্কৃত মানব সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা নৃদেব (বা রাষ্ট্রের মন্ত্রী) হবে। অসভ্য অসংস্কৃত নিম্ন বর্ণের মানুষেরা যখন নেতৃত্ব করে তখন সমাজে কোনরকম শান্তি অথবা সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। এইপ্রকার অসংস্কৃত পশুদের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, এবং নেতৃস্থানীয় মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করে, মানুষকে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে, সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা করা। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কৃতি প্রচার করার মাধ্যমে তা সম্ভব। মানব সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় ভগবান কল্কি অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে নির্দয়ভাবে সমস্ত অসুরদের সংহার করেন।

শ্লোক ৩৯

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানেঽথ ধর্মমখমন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যাঃ
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্গে—সৃষ্টির আদিতে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অহম্**—আমি; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **নব**—নয়জন; **যে প্রজেশাঃ**—প্রজাপতিগণ; **স্থানে**—সৃষ্টির পালন করার সময়; **অথ**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম**—ধর্ম; **মখ**—শ্রীবিষ্ণু; **মনু**—মানবদের পিতা; **অমর**—দেবতাগণ, যাদের উপর পালন করার ভার রয়েছে; **অবনীশাঃ**—বিভিন্নলোকের

রাজাগণ ; **অন্তে**—অন্তকালে ; **তু**—কিন্তু ; **অধর্ম**—অধর্ম ; **হর**—শিব ; **মন্যুবশ**—ক্রোধের বশে ; **অসুর-আদ্যাঃ**—ভক্তদের শত্রু নাস্তিকগণ ; **মায়া**—শক্তি ; **বিভূতয়**—শক্তিশালী প্রতিনিধি ; **ইমাঃ**—তাঁরা সকলে ; **পুরুশক্তিভাজঃ**—পরম শক্তিমান ভগবানের।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ ; তারপর স্থিতি সময়ে শ্রীবিষ্ণু, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সমন্বিত দেবতাগণ এবং বিভিন্ন লোকের রাজাগণ ; এবং সংহারকালে অধর্ম, রুদ্র, এবং ক্রোধী নাস্তিক ইত্যাদি এরা সকলেই বহু শক্তিধারী ভগবানের শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

এই ভৌতিক জগৎ ভগবানের শক্তি থেকে উৎপন্ন, যার প্রকাশ সৃষ্টির প্রারম্ভে, প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার তপস্যা থেকে, এবং তারপর নয়জন প্রজাপতির আবির্ভাব হয়, যাঁরা মহান ঋষি নামে পরিচিত। সৃষ্টির পালনকালে যথার্থ ধর্ম, অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, বিভিন্ন দেবতাগণ এবং এই জগতের পালনকারী বিভিন্ন লোকের রাজাদের আবির্ভাব হয়। অবশেষে যখন সৃষ্টির সংহারের আয়োজন হয় তখন প্রথমে অধর্ম, তারপর ক্রোধোন্মত্ত নাস্তিকগণসহ শিবের প্রকাশ হয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন অবতার। শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের এবং শিব তমোগুণের নিয়ন্তা। এই জড়সৃষ্টি অনিত্য এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের মুক্তিলাভের সুযোগ দান করা। যারা শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সংরক্ষিত সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের বৈষ্ণব পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে ও তার ফলে তারা ভগবানের ধামে উন্নীত হতে পারে ; তাদের আর তখন এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ৪০

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানম্ ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **নু**—কিন্তু ; **বীর্য**—পরাক্রম ; **গণনাম্**—গণনায় ; **কতমঃ**—অন্য আর কে ; **অর্হতি**—করতে সক্ষম ; **ইহ**—এই জগতে ; **যঃ**—যিনি ; **পার্থিবানি**—পরমাণু ; **অপি**—ও ; **কবিঃ**—মহাবিজ্ঞানী ; **বিমমে**—গণনা করে থাকতে

পারে ; **রজাংসি**—কণা ; **চস্কম্ভ**—ধরতে পারে ; **যঃ**—যিনি ; **স্ব-রহসা**—তাঁর পায়ের দ্বারা ; **অস্খলতা**—প্রতিহত না হয়ে ; **ত্রি-পৃষ্ঠম্**—সর্বোচ্চলোকে ; **যস্মাৎ**—যার দ্বারা ; **ত্রি-সাম্য**—প্রকৃতির তিনগুণের সাম্য অবস্থা ; **সদনাৎ**—সেই স্থান পর্যন্ত ; **উরুকম্পযানম্**—অত্যন্ত বিচলিত।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে ? কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বিষ্ণুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেরও উর্ধ্বে প্রকৃতির তিন গুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ-বিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রগতি হচ্ছে পরমাণু শক্তি, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি তা করতে সক্ষমও হন অথবা আকাশকে বিছানার মতো গুটিয়েও ফেলতে পারেন, তথাপি পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম এবং শক্তি তিনি গণনা করতে পারবেন না। তিনি *ত্রিবিক্রম* নামে পরিচিত, কেননা একসময় তাঁর বামন অবতারে তিনি সত্যলোকেরও উর্ধ্বে জড় জগতের আবরণ নামক প্রকৃতির তিনগুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদবিক্ষেপ করেছিলেন। জড় আকাশের উর্ধ্বে সাতটি জড় আবরণ রয়েছে, এবং ভগবান সেই আবরণগুলি পর্যন্ত ভেদ করতে পারেন। তিনি তাঁর পায়ের আঙুল দিয়ে প্রকৃতির সেই আবরণে একটি ছিদ্র করেন যার মধ্য দিয়ে কারণ-সমুদ্রের জল জড় জগতে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং সেটিই ত্রিভুবন-পাবনী পবিত্র গঙ্গা নদী। কেউই অপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্ন বিষ্ণুর সমান নয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ৪১

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪১ ॥

ন—কখনই না ; **অন্তম্**—অন্ত ; **বিদামি**—জানি ; **অহম্**—আমি , **অমী**—এই সমস্ত ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ ; **অগ্রজাঃ**—তোমার পূর্বে যাদের জন্ম হয়েছে ; **তে**—তুমি ; **মায়াবলস্য**—সর্বশক্তিমানের ; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **কুতঃ**—অন্যদের কি কথা ; **অবরাঃ**—আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে ; **যে**—যারা ; **গায়ন্**—গানের

দ্বারা ; **গুণান্**—গুণাবলী ; **দশ-শত-আননঃ**—সহস্র আনন ; **আদিদেবঃ**—ভগবানের প্রথম অবতার ; **শেষঃ**—শেষ ; **অধুনা**—এখন পর্যন্ত ; **অপি**—ও ; **সমবস্যতি**—প্রাপ্ত হতে পারে ; **ন**—না ; **অস্য**—তার ; **পারম্**—অন্ত।

অনুবাদ

আমি বা তোমার অগ্রজ মুনিগণও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কিভাবে তাঁকে জানবে ? ভগবানের প্রথম অবতার শেষ সহস্র বদনে তাঁর গুণাবলী নিরন্তর গান করেও এখনও পর্যন্ত তার সীমা পাননি।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা, এই তিনটি শক্তি প্রথমত প্রকাশ করেন, এবং সেই তিনটি শক্তির অসংখ্য বিস্তার হয়। তাঁর এই সমস্ত শক্তির বিস্তারের গণনা কেউই করতে পারে না, এমন কি শেষ অবতাররূপে সহস্র বদনে নিরন্তর সেগুলি বর্ণনা করা সত্ত্বেও তিনিও এই শক্তিসমূহের গণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪২

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

যেষাম্—কেবল তাদেরই ; **সঃ**—ভগবান ; **এষ**—এই ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **দয়য়েৎ**—তাঁর কৃপা প্রদান করেন ; **অনন্তঃ**—অনন্ত শক্তিমান ; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে ; **আশ্রিত-পদঃ**—শরণাগত আত্মা ; **যদি**—যদি এইপ্রকার শরণাগতি ; **নির্ব্যলীকম্**—নিষ্কপট ; **তে**—তারাই কেবল ; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য ; **অতি তরন্তি**—অতিক্রম করতে পারেন ; **চ**—এবং সামগ্রী ; **দেবমায়াম্**—ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ; **ন**—না ; **এষাম্**—তাদের ; **মম**—আমার ; **অহম্**—আমি ; **ইতি**—এইভাবে ; **ধীঃ**—চেতনা ; **শ্ব**—কুকুর ; **শৃগাল**—শৃগাল ; **ভক্ষ্যে**—খাদ্যস্বরূপ।

অনুবাদ

যাঁরা নিষ্কপটে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জানতে পারেন। কিন্তু যারা কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য এই জড় দেহটির প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই তা পারে না।

তাৎপর্য

ভগবানের অনন্য ভক্ত ভগবানের মহিমা জানেন, এবং তাঁরা জানেন ভগবান কত মহৎ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির বিস্তার কত বিশাল। যারা অনিত্য জড় দেহের প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। দেহাত্ম-বুদ্ধিভিত্তিক জড় জগৎ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। জড়বাদীরা সর্বদাই জড় দেহের কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় ব্যস্ত; কেবল তাদের নিজেদের দেহেরই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, সমাজবাসী, দেশবাসী ইত্যাদির কল্যাণ সাধনেই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। জড়বাদীদের রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নানা প্রকার লোকহিতৈষী এবং পরার্থবাদী কার্যকলাপের শাখা রয়েছে, কিন্তু তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপ দেহাত্মবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করতে পারে না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে, তার পক্ষে কখনো ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিহীন জড় সভ্যতার সমস্ত প্রগতি তা যতই চাকচিক্যপূর্ণ হোক না কেন, তা ব্যর্থ।

শ্লোক ৪৩-৪৫

বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ৪৩ ॥

ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধি—
রঘম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৪ ॥

সৌভর্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।
যেঽন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থাষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

বেদ—জেনে রাখ; **অহম্**—আমি; **অঙ্গ**—হে নারদ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **যোগমায়াম্**—শক্তি; **যূয়ম্**—তুমি; **ভবঃ**—শিব; **চ**—এবং; **ভগবান**—মহান দেবতা; **অথ**—ও; **দৈত্যবর্যঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ, দৈত্য কুলোদ্ভূত মহান ভক্ত; **পত্নী**—শতরূপা; **মনোঃ**—মনুর; **স**—তিনি; **চ**—ও; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **চ**—এবং; **তৎ-আত্ম-জাঃ চ**—এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, দেবহূতি আদি তাঁর

সন্তানগণ ; **প্রাচীনবর্হিঃ**—প্রাচীনবর্হি ; **ঋভুঃ**—ঋভুঃ ; **অঙ্গ**—অঙ্গ ; **উত**—এমনকি ; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব ; **চ**—এবং ; **ইক্ষ্বাকুঃ**—ইক্ষ্বাকু ; **ঐল**—ঐল ; **মুচুকুন্দ**—মুচুকুন্দ ; **বিদেহ**—মহারাজ জনক ; **গাধি**—গাধি ; **রঘু**—রঘু ; **অম্বরীষ**—অম্বরীষ ; **সগরা**—সগর ; **গয়**—গয় ; **নাহুষ**—নাহুষ ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি ; **মান্ধাতৃ**—মান্ধাতা ; **অলর্ক**—অলর্ক ; **শতধনু**—শতধনু ; **অনু**—অনু ; **রন্তিদেবা**—রন্তিদেব ; **দেবব্রতঃ**—ভীষ্ম ; **বলিঃ**—বলি ; **অমূর্ত্তরয়ঃ**—অমূর্ত্তরয় ; **দিলীপঃ**—দিলীপ ; **সৌভরি**—সৌভরি ; **উতঙ্ক**—উতঙ্ক ; **শিবি**—শিবি ; **দেবল**—দেবল ; **পিপ্পলাদ**—পিপ্পলাদ ; **সারস্বতঃ**—সারস্বত ; **উদ্ধব**—উদ্ধব ; **পরাশর**—পরাশর ; **ভূরিষেণাঃ**—ভূরিষেণ ; **যে**—যারা ; **অন্যে**—অন্য ; **বিভীষণ**—বিভীষণ ; **হনূমৎ**—হনুমান ; **উপেন্দ্রদত্ত**—শুকদেব গোস্বামী ; **পার্থ**—অর্জুন ; **আর্ষ্টিষেণ**—অরিষ্টষেণ ; **বিদুর**—বিদুর ; **শ্রুতদেব**—শ্রুতদেব ; **বর্যাঃ**—মুখ্য।

অনুবাদ

হে নারদ, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানি কিভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানের শক্তি তুমি, ভগবান শিব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁর পত্নী শতরূপা, মনু-সন্তান প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, বেনের পিতা অঙ্গ, মহারাজ ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, মহারাজ জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব গোস্বামী, অর্জুন, অরিষ্টসেন, বিদুর, শ্রুতদেব ইত্যাদি ব্যক্তিরা অবগত আছেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে অথবা বর্তমানে ভগবানের যত ভক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা ভক্ত হবেন, তাঁরা সকলেই ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, ব্যক্তিত্ব সহ ভগবানের বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে অবগত। তাঁরা কিভাবে তা অবগত হন ? অবশ্যই তাঁদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নয়, অথবা সীমিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়। সীমিত জ্ঞান-আহরণ যন্ত্রের দ্বারা (ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অথবা অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ আদি যন্ত্রের দ্বারা) এমনকি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত ভগবানের জড়া বা অপরা শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায় না। যেমন বৈজ্ঞানিকদের গণনার অতীত লক্ষ-কোটি গ্রহ রয়েছে। কিন্তু এগুলি কেবল ভগবানের জড়া শক্তির প্রকাশ। অতএব বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রকার জড় উপায়ের দ্বারা ভগবানের চিন্ময় শক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আশা কিভাবে করতে পারে ? বহু 'যদি' এবং 'হয়ত' যুক্ত জল্পনা-কল্পনা

কখনোই জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারে না। পক্ষান্তরে এই প্রকার জল্পনা-কল্পনা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকারপূর্বক মামলা খারিজ করে দিয়ে হতাশায় পর্যবসিত হয়। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা তাই তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অতীত যে বিষয় সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা না করে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেন, কেননা তিনিই বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। উপনিষদসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে অথবা মেধার দ্বারা অথবা জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা শব্দবিন্যাসের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। ভগবানের শরণাগত ভক্তই কেবল ভগবানকে জানতে পারেন। জড় জগতের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাজী এখানে সেই সত্য অঙ্গীকার করেছেন। তাই আরোহ পন্থায় জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় করা উচিত নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে এবং এখানে বর্ণিত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। অসীম ভগবান যোগমায়ার দ্বারা শরণাগত আত্মাদের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে তাঁকে জানতে সহায়তা করেন।

শ্লোক ৪৬

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৪৬ ॥

তে—এইপ্রকার ব্যক্তিগণ; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **বিদন্তি**—জানেন; **অতিতরন্তি**—অতিক্রম করেন; **চ**—ও; **দেবমায়াম্**—ভগবানের আবরণাত্মিকা শক্তি; **স্ত্রী**—যেমন স্ত্রী; **শূদ্র**—শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষ; **হূণ**—পর্বতবাসীগণ; **শবরা**—সাইবেরিয়াবাসী অথবা শূদ্রের থেকে অধম; **অপি**—যদিও; **পাপজীবাঃ**—পাপী জীব; **যদি**—যদি; **অদ্ভুত-ক্রম**—যার কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **পরায়ণ**—ভক্ত; **শীল**—ব্যবহার; **শিক্ষাঃ**—শিক্ষিত; **তির্যগ্‌জনা**—এমনকি যারা মানুষও নয়; **অপি**—ও; **কিম্**—কি; **উ**—বলার আছে; **শ্রুতধারণাঃ**— যাঁরা ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানকে স্বীকার করেন; **যে**— যাঁরা।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তি যোগে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর আদি পাপজীবীরাও, এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হয়ে মায়ার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

কখনো কখনো প্রশ্ন করা হয় কিভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হতে উপদেশ দিয়েছেন। যারা তা করতে চায় না তারা প্রশ্ন করে ভগবান কোথায় এবং কার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে। সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কেউ তার চোখের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে নাও দেখতে পারে, কিন্তু সে যদি সঠিক পথে ঐকান্তিকভাবে পরিচালিত হতে চায় তা হলে ভগবান সদ্গুরু পাঠিয়ে দেবেন, যিনি তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে পরিচালিত করতে পারেন। পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনরকম জাগতিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জড় জগতে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তার সেই প্রকার যোগ্যতা না থাকলে সেই কার্যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে কেবল একটি মাত্র যোগ্যতার প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে শরণাগতি। নিজেকে সমর্পণ করার এই যোগ্যতাটিতে সকলেরই ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। কেউ যদি চায়, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ, এক মুহূর্তও দেরী না করে আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং তার ফলে পারমার্থিক জীবন শুরু করতে পারে। ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি ভগবান থেকে অভিন্ন। পক্ষান্তরে বলা যায় ভগবানের প্রেমময়ী প্রতিনিধি ভগবানের থেকেও অধিক কৃপালু এবং তাঁর সমীপবর্তী হওয়া সহজ। পাপী ব্যক্তি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যেতে পারে না, কিন্তু সে অনায়াসে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে যেতে পারে। কেউ যদি ভগবানের এইপ্রকার ভক্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তা হলে সেও ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হতে পারে এবং ভগবানের অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তের মতো হয়ে তার নিত্য আনন্দময় আলয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

অতএব ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করা এবং অর্থহীন জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি লাভ করা আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু যারা শরণাগত না হয়ে ব্যর্থ জল্পনা-কল্পনাই কেবল করে, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৪৭

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্ ।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥ ৪৭ ॥

শশ্বৎ—নিত্য ; **প্রশান্তম্**—ক্ষোভশূন্য ; **অভয়ম্**—নির্ভয় ; **প্রতিবোধমাত্রম্**—জড় চেতনার বিপরীত ; **শুদ্ধম্**—নিষ্কলুষ ; **সমম্**—ভেদশূন্য ; **সৎ-অসতঃ**—কারণ এবং কার্যের ; **পরমাত্ম-তত্ত্বম্**—আদি কারণের তত্ত্ব ; **শব্দঃ**—কাল্পনিক ধ্বনি ; **ন**—না ; **যত্র**—যেখানে ; **পুরু-কারকবান্**—সকাম কর্মে যার পরিণতি ; **ক্রিয়ার্থঃ**—উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে ; **মায়া**—মায়া ; **পরৈতি**—দূরে সরে যায় ; **অভিমুখে**—সম্মুখে ; **চ**—ও ; **বিলজ্জমানা**—লজ্জিত হয়ে ; **তৎ**—তা ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে ; **পদম্**—পরম অবস্থা ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের ; **পুংসঃ**—পুরুষের ; **ব্রহ্মা**—পরম ; **ইতি**—এইভাবে ; **যৎ**—যা ; **বিদুঃ**—বিদিত ; **অজস্র**—অন্তহীন ; **সুখম্**—সুখ ; **বিশোকম্**—শোকরহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্ম-উপলব্ধি শোকরহিত অসীম আনন্দে পূর্ণ। তা অবশ্যই পরম পুরুষ ভগবানের পরম পদ। তিনি নিত্য ক্ষোভরহিত এবং অভয়। তিনি জড় পদার্থের বিপরীত পূর্ণ চেতনাময়। নির্মল এবং ভেদরহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যের পরম কারণ। তাঁর সকাম কর্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, এবং মায়া তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্মা বা পরম আশ্রয়, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। জড় অস্তিত্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে তাঁকে জানার প্রথম স্তর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে জড় বৈচিত্র্য থেকে ভিন্ন ভগবানের রূপ, ঠিক যেমন আলোক আঁধারের বিপরীত প্রকাশ। অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোককে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা আলোকের জগতে অগ্রসর হয়েছেন তারা আলোকের বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারেন। তেমনই, ব্রহ্ম-উপলব্ধির চরম অবস্থা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতির উৎস, সব কিছুর পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। তাই ভগবদুপলব্ধি হলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি আপনা থেকেই হয়ে যায়, যা হচ্ছে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থার বিপরীত উপলব্ধি। ভগবদুপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধির তৃতীয় স্তর, যা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। এই তত্ত্ব সকলেরই জানা অবশ্য কর্তব্য।

প্রতিরোধ-মাত্রম্ জড় অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। জড় জগৎ দুঃখময়, এবং ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রথম স্তরে তাই এই দুঃখময় পরিস্থিতির নিবৃত্তি হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিরূপ দুঃখ কষ্টের বিপরীত নিত্য অস্তিত্বের অনুভূতি হয়। সেইটি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রাথমিক অনুভূতি।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুরই পরমাত্মা, এবং তাই পরমের ধারণায় প্রেমের উপলব্ধি হয়। এই প্রেম আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক প্রসূত। পিতা তার পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ, কেননা পিতা এবং পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু জড় জগতে এই প্রকার ভালবাসা প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন সেই প্রেম পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, কেননা তাঁর সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তা হচ্ছে প্রকৃত প্রেম। তিনি দেহ বা মনের প্রেমাস্পদ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবাত্মার পূর্ণ, অনাবৃত শুদ্ধ প্রেমের বস্তু, কেননা তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। মুক্ত অবস্থায় ভগবানের প্রতি পূর্ণ প্রেম জাগরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এক নিত্য আনন্দের অনন্ত প্রবাহ রয়েছে, যা জড় জগতের সুখের মতো প্রতিহত হওয়ার বা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সমন্বিত নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না ; তাই সেখানে কোন শোক এবং ভয় নেই। সেই আনন্দ বর্ণনাতীত, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা পার্থিব আয়োজনের সকাম কর্মের দ্বারা সেই আনন্দ উৎপাদন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভাবের বিনিময়ের ফলে যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে, তা উপনিষদে বর্ণিত নির্বিশেষ ধারণার অতীত। উপনিষদে জড়জাগতিক ধারণার নিবৃত্তির বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্বীকৃতি নয়। এখানেও জড় তত্ত্বের বিষয়ে সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে ; তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং জড় উপাধির কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মুক্ত পুরুষেরা ইন্দ্রিয়বিহীন নন ; তা যদি হত তাহলে ভগবানের সঙ্গে তাদের অপ্রাকৃত ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপলব্ধির কোন প্রশ্নই উঠত না। ভগবান এবং ভক্ত, উভয়েরই সমস্ত ইন্দ্রিয় জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তার কারণ হচ্ছে তাঁরা জড়া প্রকৃতির কারণ এবং কার্যের অতীত, যা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (*সদ্-অসতঃ পরম্*)।

মায়াশক্তি, ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত ভক্তের সম্মুখে লজ্জা অনুভব করার ফলে তাঁদের সম্মুখে থাকতে পারেন না। জড় জগতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ শোকরহিত নয়, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ শোকরহিত। জড় এবং চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, এবং জড় ধারণার বশবর্তী হয়ে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার না করে তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

জড় ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত। মহাজনেরা সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় ধারণার কলুষ থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগতে ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার করা হয় নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য, কিন্তু চিজ্জগতে ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় সেগুলির মূল প্রয়োজনের নিমিত্ত, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। সেইটিই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপ, এবং তাই সেখানে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুভূতি তা জড় কলুষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বা ছিন্ন হয় না, কেননা সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময়ভাবে বিশুদ্ধ। আর ইন্দ্রিয়ের এই তৃপ্তি সেব্য

এবং সেবক উভয়েই অপ্রাকৃত ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে সমভাবে আস্বাদন করেন। যেহেতু এই প্রকার কার্য অন্তহীন এবং নিরন্তর বর্ধমান, তাই সেখানে জড় প্রচেষ্টা বা কৃত্রিম ব্যবস্থার কোন অবকাশ নেই। এই প্রকার দিব্য আনন্দকে বলা হয় *ব্রহ্ম-সৌখ্যম্*, যা পঞ্চম স্কন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৪৮

সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

সধ্র্যক্—কৃত্রিম মনোধর্মপ্রসূত কল্পনা বা ধ্যান; **নিয়ম্য**—সংযত করে; **যতয়ঃ**—যোগীগণ; **যম-কর্ত-হেতিম্**—আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রক্রিয়া; **জহ্যুঃ**—ত্যাগ করা হয়; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **ইব**—সদৃশ; **নিপান**—কূপ; **খনিত্রম্**—খনন করার কষ্ট; **ইন্দ্রঃ**—বর্ষা নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা।

অনুবাদ

এইপ্রকার অপ্রাকৃত অবস্থায়, জ্ঞানী অথবা যোগীদের মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংযত করার, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করার অথবা ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেমন বর্ষার নিয়ন্ত্রণকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করার কষ্ট করতে হয় না।

তাৎপর্য

জলের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করতে হয়। তেমনই, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে দরিদ্র ব্যক্তি মনের মাধ্যমে জল্পনা-কল্পনা করে অথবা ইন্দ্রিয় সংযত করে ধ্যান করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানে না যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া মাত্রই এইপ্রকার ইন্দ্রিয় সংযম এবং পারমার্থিক সিদ্ধি আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। সেই জন্যই মহান মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার বাসনা করেন। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের উদাহরণ অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্রহ্মাণ্ডের মেঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং বারিবর্ষণের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা, তাই তাঁকে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য জল সংগ্রহ করার জন্য কূপ খনন করতে হয় না। তাঁর পক্ষে জলের জন্য কূপ খনন করা হাস্যকর ব্যাপার। তেমনই, যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে ভগবানের প্রকৃতি অথবা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন রকম জল্পনা-কল্পনা করতে হয় না, অথবা ভগবানের কাল্পনিক বা বাস্তবিক রূপের ধ্যান করতে হয় না। যেহেতু তাঁরা প্রকৃতই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের

এবং ধ্যানের চরম ফল ইতিমধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৪৯

স শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য
ভাবস্বভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্যমাণে
ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্যতেঽজঃ॥ ৪৯॥

সঃ—তিনি; **শ্রেয়সাম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **অপি**—ও; **বিভুঃ**—প্রভু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যতঃ**—যেহেতু; **অস্য**—জীবের; **ভাব**—স্বাভাবিক গুণাবলী; **স্বভাব**—স্বীয় প্রকৃতি; **বিহিতস্য**—কার্যকলাপ; **সতঃ**—সমস্ত ভাল কাজ; **প্রসিদ্ধিঃ**—অন্তিম সাফল্য; **দেহে**—দেহের; **স্বধাতু**—গঠনের উপাদানসমূহ; **বিগমে**—বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **অনু**—পরে; **বিশীর্যমাণে**—ত্যাগ করার পর; **ব্যোম**—আকাশ; **ইব**—মতো; **তত্র**—তারপর; **পুরুষঃ**—জীব; **ন**—কখনোই না; **বিশীর্যতে**—বিনষ্ট হয়; **অজঃ**—জন্মরহিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

যা কিছু মঙ্গলময় সে সবেরই পরম প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জড় অথবা চিন্ময় অস্তিত্বে জীবের সমস্ত কাযের্র ফল তিনিই প্রদান করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম উপকারী। প্রতিটি জীবই জন্মরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব জড় দেহের বিনাশের পরেও বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

জীব অজ এবং নিত্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৩০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে জড় দেহের বিনাশ হলেও জীবের বিনাশ হয় না। জীব যতক্ষণ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে তার কর্ম অনুসারে এই জন্মে অথবা পরজন্মে সেই সমস্ত কমের্র ফল ভোগ করতে হয়। তেমনই চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত কর্মও পাঁচ প্রকার মুক্তির মাধ্যমে ভগবান কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। নির্বিশেষবাদীরাও পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তাদের ঈপ্সিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে যে জীবের বাসনা অনুসারে ভগবান বর্তমান জীবনে মানুষকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ভগবান জীবকে বাসনা করার স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন এবং তাদের সেই বাসনা অনুসারে তিনি তাদের ফল প্রদান করেন।

তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিষ্ঠা সহকারে কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই আরাধনা করা। নির্বিশেষবাদীরা জল্পনা-কল্পনার পরিবর্তে

অথবা ধ্যান করার পরিবর্তে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে এবং তার ফলে অনায়াসে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

ভক্তেরা স্বাভাবিকভাবেই নির্বিশেষবাদীদের বাঞ্ছিত ব্রহ্ম-সাযুজ্যের বাসনা না করে ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। ভক্তেরা তাই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে ভগবানের দাস, সখা, পিতা-মাতা বা প্রেয়সী হতে চান। ভগবদ্ভক্তির নয়টি অপ্রাকৃত বিধি রয়েছে, যথা শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি, এবং এই প্রকার সহজ এবং স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে ভক্তেরা সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেন, যা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। তাই ভক্তদের কখনো পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা অথবা কৃত্রিমভাবে শূন্যে ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয় না।

ভ্রান্তভাবে কখনো মনে করা উচিত নয় যে এই দেহের বিনাশের পর কোন শরীর থাকবে না যার দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা সম্ভব। জীব অজ। এমন নয় যে তার জড় দেহের উৎপত্তির ফলে জীব সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে জড় দেহের বিকাশ হয় জীবের বাসনা অনুসারে। জড় দেহের বিবর্তন জীবের বাসনা অনুসারে হয়ে থাকে। জীবের এই বাসনা অনুসারে জড় দেহের বিকাশ হয়। অতএব চিন্ময় আত্মার জীবনী-শক্তি থেকে জড় দেহের প্রকাশ হয়। জীব যেহেতু নিত্য, তাই সে বায়ুর মতো দেহের ভিতর বিদ্যমান থাকে। বায়ু দেহের ভিতরে এবং বাহিরে বর্তমান। তাই যখন বাহিরের আবরণস্বরূপ জড় দেহ বিনষ্ট হয়, তখন চিৎ-স্ফুলিঙ্গ দেহের ভিতরের বায়ুর মতো বর্তমান থাকে। আর ভগবানের পরিচালনায়, যেহেতু তিনি হচ্ছেন জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, জীব তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গে সঙ্গ করার উপযুক্ত সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি বা সামীপ্য মুক্তিলাভের অনুরূপ দেহ লাভ করে।

ভগবান এতই দয়াময় যে কোন ভক্ত যদি জড় জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত অনন্য ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তপরিবারে অথবা ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম হয়, যাতে জড়জাগতিক জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত না হয়ে অবশিষ্ট কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমান দেহ ত্যাগ করার পর তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের *ভাগবত-সন্দর্ভে* পাওয়া যায়। একবার পারমার্থিক স্থিতি লাভ হলে ভক্ত নিত্য সেই স্তরে অবস্থান করেন, যা পূববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

শ্লোক ৫০

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ ৫০॥

সঃ—তা ; **অয়ম্**—একই ; **তে**—তোমাকে ; **অভিহিতঃ**—আমার দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে ; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বিশ্বভাবনঃ**—প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা ; **সমাসেন**—সংক্ষেপে ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বিনা ; **ন**—কখনোই না ; **অন্যৎ**—অন্য কিছু ; **অন্যস্মাৎ**—কারণ হওয়ার ফলে ; **সৎ**—প্রকাশিত ; **অসৎ**—অব্যক্ত ; **চ**—এবং ; **যৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

হে পুত্র, আমি তোমাকে সংক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব বর্ণনা করলাম, যিনি হচ্ছেন এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি বিনা এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

যেহেতু আমাদের সাধারণত এই অনিত্য জড় জগৎ এবং তার উপর বদ্ধ জীবের আধিপত্য করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই ব্রহ্মাজী নারদদেবের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন যে এই অনিত্য জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির কার্য এবং এই জগতে জীবন সংগ্রামে রত বদ্ধ জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা-শক্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত এই সমস্ত কার্যকলাপের অন্য কোন কারণ নেই। সেই ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভগবান নির্বিশেষরূপে নিজেকে বিতরণ করেছেন। তিনি বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তির এই সমস্ত জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর শক্তির দ্বারাই কেবল তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা সবই কেবল তাঁর শক্তিতে আশ্রিত ; কিন্তু তিনি, পরমেশ্বর ভগবানরূপে সর্বদাই সব কিছু থেকে পৃথক। শক্তি এবং শক্তিমান যুগপৎ পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন।

এই দুঃখময় জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য কখনো ভগবানকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, ঠিক যেমন কারাগার সৃষ্টি করার জন্য রাজাকে দোষ দেওয়া যায় না। যারা রাষ্ট্রের আইন মানতে চায় না, সেই সব অবাধ্য নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় কারাগারের প্রয়োজন রয়েছে। তেমনই, যারা পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করে নিজেরাই ভগবান সাজতে চায়, তাদের বিকৃত মনোভাব সংশোধন করার জন্য ভগবান এই দুঃখময় অনিত্য জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কিন্তু সর্বদাই চান যে অধঃপতিত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসে, এবং সেই জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে, তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং তিনি স্বয়ং অবতরণ করে বদ্ধ জীবদের তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। যেহেতু এই জড় জগতের প্রতি তাঁর কোন রকম আসক্তি নেই, তাই তা সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না।

শ্লোক ৫১

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫১ ॥

ইদম্—এই; **ভাগবতম্**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **নাম**—নামক; **যৎ**—যা; **মে**—আমাকে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **উদিতম্**—প্রকাশিত হয়েছে; **সংগ্রহঃ**—সংগৃহীত; **অয়ম্**—এই; **বিভূতীনাম্**—বিভিন্ন শক্তির; **ত্বম্**—তুমি; **এতৎ**—এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **বিপুলী**—বিস্তার; **কুরু**—কর।

অনুবাদ

হে নারদ, এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলেছিলেন। এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বিজ্ঞান সম্প্রসারিত কর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ্ভাগবত সংক্ষেপে কেবলমাত্র ছটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, যা পরে বর্ণনা করা হবে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের অতি শক্তিশালী প্রতিনিধি। যেহেতু তিনি অদ্বয়-তত্ত্ব, তাই তাঁর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর থেকে অভিন্ন। ব্রহ্মাজী ভগবান সম্বন্ধীয় এই বিজ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, এবং তিনি তা নারদকে প্রদান করেছিলেন। নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে। তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত জ্ঞান মনোধর্মী তার্কিকদের জল্পনা-কল্পনা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত নিষ্কলুষ, নিত্য নির্ভুল জ্ঞান। তাই ভাগবত-পুরাণ হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দরূপে ভগবানের অবতার, এবং ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাসদেব থেকে শুকদেব গোস্বামী, শুকদেব গোস্বামী থেকে সূত গোস্বামী—এই পরম্পরা-ধারায় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে এই দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হয়। বেদরূপী বৃক্ষের এই সুপক্ক ফলটি অতি উচ্চ শাখা থেকে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেই জন্য এক হাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে তা নেমে আসে। তাই গুরু-পরম্পরা ধারার যথার্থ প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ না করলে এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তা কখনোই পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছে শ্রবণ করা উচিত নয় যারা তাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে।

শ্লোক ৫২

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি ।
সর্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥

যথা—যতখানি ; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **ভগবতি**—ভগবানকে ; **নৃণাম্**—মানুষদের ; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি ; **ভবিষ্যতি**—আলোকপ্রাপ্ত হয় ; **সর্বাত্মনি**—পরম ঈশ্বর ; **অখিল-আধারে**—সেই সর্ব মঙ্গলময়কে ; **ইতি**—এইভাবে ; **সংকল্প্য**—নিষ্ঠাসহকারে ; **বর্ণয়**—বর্ণনা কর।

অনুবাদ

নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা কর যাতে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির দর্শন, এবং জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। ভগবান এবং তাঁর শক্তিসমূহকে জানবার জন্য কলিযুগের পূর্বে এইপ্রকার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কলিযুগের আবির্ভাবের ফলে মানব সমাজ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, নেশা, দ্যূতক্রীড়া এবং অনর্থক পশুহত্যা—এই চারটি পাপ কর্মের দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত হয়েছে, এবং তার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। তাই মানুষ তার জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে গেছে। পশুর মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে এবং আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারটি পশু-প্রবৃত্তি উন্নত উপায়ে চরিতার্থ করা মানব জীবনের লক্ষ্য নয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই প্রকার অন্ধ মানব সমাজের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে একটি আলোক-বর্তিকা, যার দ্বারা মানুষ যথাযথভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়। তাই সৃষ্টির শুরুতেই বা জড় জগতের প্রকাশ হওয়ার সময়েই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত এত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই জ্ঞান লাভের প্রয়াসী যে কোন নিষ্ঠাবান বিদ্যার্থী কেবলমাত্র মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার মাধ্যমে অথবা নিয়মিতভাবে উপযুক্ত কীর্তনকারীর কাছে তা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু এই যুগে মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে তারা বুঝতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, কেননা তিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরম উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী ভক্তির মাধ্যমে সম্পর্কিত হওয়ার ফলেই কেবল অপ্রতিহতরূপে পূর্ণ আনন্দ

আস্বাদন করা যায়, এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল দুঃখ-দুর্দশাময় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এমনকি যারা জড় জগতের আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তারাও মহাবিজ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং চরমে তারাও সফল হতে পারে। তাই নারদমুনিকে তাঁর গুরুদেব আদেশ দিয়েছিলেন দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সুপরিকল্পিতভাবে এই বিজ্ঞানকে উপস্থাপিত করতে। জীবিকা-নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করার উপদেশ নারদমুনিকে দেওয়া হয়নি; তাঁর গুরুদেব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করতে।

শ্লোক ৫৩

মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াম্—বহিরঙ্গা-শক্তির ব্যাপার; **বর্ণয়তঃ**—বর্ণনা করার সময়; **অমুষ্য**—ভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **অনুমোদতঃ**—এইভাবে অভিনন্দিত; **শৃণ্বতঃ**—এইভাবে শ্রবণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাসহকারে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **আত্মা**—জীব; **ন**—কখনোই না; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিয়মিত ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না।

তাৎপর্য

নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞান অর্জন করার পন্থা অন্ধ গোঁড়ামির আবেগ-প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রকার গোঁড়া বা মূর্খ মানুষেরা মনে করতে পারে যে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিরর্থক, এবং তারা ভ্রান্তভাবে দাবী করতে পারে যে তারা ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তিতে অংশ গ্রহণ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা উভয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ সমভাবে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে, যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়, তাদের বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের লীলা-বিলাস ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করা উচিত। মূর্খের মতো রাসলীলা আদি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপের প্রতি কৃত্রিমভাবে আকৃষ্ট হয়ে লাফ দিয়ে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে উঠবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সহজলভ্য ভাগবত পাঠকেরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির

লীলাসমূহ বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী, আর মিছা ভক্তরা জড় সুখভোগের লালসায় মগ্ন হয়ে কৃত্রিমভাবে লাফ দিয়ে মুক্ত জীবের স্তরে উঠবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তারা বহিরঙ্গা শক্তির বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ হয়।

তাদের কেউ কেউ মনে করে যে ভগবানের লীলা-শ্রবণ করার অর্থ হচ্ছে গোপীদের সঙ্গে ভগবানের লীলা এবং গোবর্ধন ধারণ আদি লীলা শ্রবণ করা এবং জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস কার্যে ভগবানের পুরুষ-অবতার আদি অবতারদের লীলা শ্রবণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে রাস লীলায় অথবা জড় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্পর্কিত ভগবানের লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে, পুরুষাবতাররূপে ভগবানের লীলার বর্ণনা বিশেষরূপে মায়াগ্রস্ত জীবেদের জন্য। রাসলীলা আদি লীলার বিষয় মুক্ত জীবদের জন্য, বদ্ধ জীবদের জন্য নয়। তাই বদ্ধ জীবদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের লীলাসমূহ অনুরাগ এবং ভক্তি সহকারে শ্রবণ করা, এবং ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মুক্ত স্তরে রাসলীলা শ্রবণ করারই মতো। বদ্ধ জীবদের উচিত নয় মুক্ত আত্মাদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনো সাধারণ মানুষদের সঙ্গে রাসলীলা শ্রবণ করেননি।

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম নটি স্কন্ধে দশম স্কন্ধ শ্রবণ করার ভূমি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয় স্কন্ধে তা আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম থেকেই পাঠ করতে অথবা শ্রবণ করতে শুরু করেন, দশম স্কন্ধ থেকে নয়। তথাকথিত কিছু ভক্ত আমাদের অনুরোধ করেছে এখনই দশম স্কন্ধের আলোচনা শুরু করতে। কিন্তু আমরা তা করিনি, কেন না আমরা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানরূপে উপস্থাপন করতে চাই, বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়প্রসূত জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। ব্রহ্মাজীর মতো মহাজনেরা তা করতে নিষেধ করেছেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রবণ করার ফলে বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে মায়ামুক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন।

ইতি "বিশিষ্ট কার্য-সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতার" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।